রাঁচি, রবিবার

14:01:2024

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>096 >> 28 Poush 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৯৬ >> << ২৮শে, পৌষ ১৪৩০>>

তৃণমুল নেতাদের বাড়িতে অভিযান ঘিরে আলোচনা সমালোচনা

কলকাতা (পায়েল সামন্ত) : তৃণমূলের দুই সিনিয়র নেতার বাড়িতে ইডি অভিযান ঘিরে চলছে আলোচনা সমালোচনা। বাজেয়াপ্ত করা মোবাইল, ল্যাপটপ, নথিতে কি খোলসা হবে পুর নিয়োগ দুর্নীতির রহস্য? শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ব্যবসায়ী অয়ন শীলকে। তার কাছ থেকে পাওয়া নথি থেকে সামনে আসে পুর নিয়োগ দুর্নীতি। প্রায় ৭০টি পুরসভায় বেআইনি নিয়োগ হয়েছে বলে অভিযোগ। সেই সূত্রে শুক্রবার কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় সংস্থা।

শুক্রবার ভোর সাড়ে ছটা থেকে তল্লাশি চলে রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুর বাড়িতে। দক্ষিণ দমদম পুরসভায় নিয়োগের তদন্তে এই অভিযান। ১৪ ঘণ্টা তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর ইডি মন্ত্রীর মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করেছে। রাতে সুজিত বলেন, ‘‘প্রতিহিংসায় বিজেপি এসব করছে। কারো কাছ থেকে এক পয়সা নিয়েছি, প্রমাণ করতে পারলে পদত্যাগ করে দেব। আমার পরিবারের কেউ যদি যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পায়, সেটা কি দোষের!’’

কেন্দ্রীয় সংস্থার অভিযান শুরুর পর তৃণমূল নেতৃত্বকে কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘‘ব্যাগ গুছিয়ে রাখুন। শীতের জিনিস সঙ্গে নেবেন।’’ শনিবার সকালে আগের কর্মসূচি অনুযায়ী গঙ্গাসাগরের উদ্দেশে রওনা দেন সুজিত। শ্লেষের সুরে তিনি বলেন, ‘‘গঙ্গাসাগরে খুব ঠান্ডা। শীতের জামাকাপড় নিয়েছি।’’ শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন মন্ত্রী। তার ভাষায়, ‘‘কে তোয়ালে মুড়ে টাকা নিয়েছে, সবাই দেখেছে। সে আমাদের চোর বলছে। আমিও ওর সম্পর্কে সব জানি। কীভাবে ওর পরিবারের সাম্রাজ্য তৈরি হল? সব বলতে পারি।’’ রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্য, ‘‘শোনা যায় উনি এগরোল বিক্রি করতেন, তা হলে এতো প্রতিপত্তি হল কী করে। দুর্নীতি না থাকলে হয়?’’ বামেরাও প্রশ্ন তুলেছে, ২০১১ সালের পর থেকে সুজিত বসুর সম্পত্তি এতো বাড়ল কী করে!

অনিয়মে যুক্ত বিধায়ক?

তৃণমূলের প্রবীণ নেতা তাপস রায় দীর্ঘদিনের বিধায়ক। তার বৌবাজারের বাড়িতে শুক্রবার হানা দেয় ইডি। তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ চলে। বরাহনগর পুরসভার নিয়োগের বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করেন তদন্তকারীরা। মোবাইল ছাড়াও নথি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। ইডির অভিযানের পর তাপস বলেন, ‘‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবসময় প্রতিবাদ করে এসেছি। দলের বাইরে ও ভেতরে। তাই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার প্রশ্নই ওঠে না।’’

স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতা হিসেবে পরিচিত তাপস। ইডি হানায় তিনি বিস্মিত। বলেন, ‘‘বাম আমলে কত বছর রাজনীতি করেছি। আন্দোলন করেছি। সেই সময় পুলিশ বাড়িতে আসেনি। আমার পরিবারের জন্য খারাপ লাগছে।’’ তাপসের বাড়িতে অভিযান তার বিরোধী শিবিরের নেতাদেরও অবাক করেছে। তৃণমূলের কট্টর সমালোচক, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, ‘‘তাপস রায়কে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তিনি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন বলে আমার মনে হয় না।’’তাপস রায়কে ‘বেনিফিট অফ ডাউট’ দিচ্ছে বামেদের একাংশ। তবে সিপিএমের কেন্দ্রীয় সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘‘দুর্নীতি এতটাই মাত্রাছাড়া যে সবাই সন্দেহের আওতায় চলে আসছেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে যে এমনটা হবে, তা কি ভাবা গিয়েছিল?’’ রাজনৈতিক বিশ্লেষক শুভময় মৈত্র বলেন, ‘‘সমাজবিজ্ঞান অঙ্কের নিয়মে চলে না। ব্যক্তি বা সমষ্টির মত হতেই পারে যে, তাপস রায় দুর্নীতিগ্রস্ত নন। তিনি দীর্ঘ সময় অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে রাজনীতি করেছেন। কিন্তু এই উদাহরণকে প্রমাণ হিসেবে ধরলে চলবে না।’’

উত্তর দমদম পুরসভার তৃণমূলের সাবেক উপ পুরপ্রধান ও বর্তমান কাউন্সিলর সুবোধ চক্রবর্তীর বাড়িতেও গতকাল ইডি হানা দেয়। তদন্তকারী সংস্থা তারও মোবাইল ও নথি বাজেয়াপ্ত করেছে। এই নেতাও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন।

প্রতিহিংসা বনাম ন্যায়বিচার

তৃণমূল নেতৃত্ব বারবরই বলেন, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরে বিজেপি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে মাঠে নামিয়েছে। তাপসের বাড়িতে অভিযান সেই প্রশ্নকে আরো জোরালো করল কি?

তৃণমূল মুখপাত্র শান্তনু সেনের বক্তব্য, ‘‘হঠাৎ লোকসভা নির্বাচনের আগে খুবই তৎপর হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। বিজেপি এই রাজ্য থেকে বেশি আসনে জিততে চায়। জনতার ভোট পাবে না বলে তৃণমূলের সংগঠনকে দুর্বল করতে চাইছে।’’ বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ‘‘আদালতের নির্দেশে বিভিন্ন দুর্নীতি মামলার তদন্ত চলছে। আদালত তদন্তের জন্য সময়সীমা বেধে দিচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে। সেই অনুযায়ী তারা তদন্ত করবে।’’

ব্লিংকেনের সর্বসাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্য সফর সম্পন্নঃ গাজা সংঘাত সমাপ্তির আহ্বান

মিশর : যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বৃহস্পতিবার বলেন ইরানকে বিচ্ছিন্ন করার সব চেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে আরব প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলেমিশে ইসরাইলের কাজ করা যাতে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথটি সুগম হয়। কায়রো ত্যাগের আগে তিনি মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দেল ফাত্তাহ এল সিসির সঙ্গে আলোচনা করেন। ব্লিংকেন বলেন , ঐ অঞ্চলে সত্যিকারের নিরাপত্তা সহ ইসরাইলের প্রয়োজনীয়তা ও সম্পৃক্ততা লাভের একটি পথ হচ্ছে নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে ফিলিস্তিনিদের প্রত্যাশা পূরণ করা। ব্লিংকেন বলেন এক মাত্র সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে এই সম্পৃক্ততা, নিরাপত্তা , একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র যা ইরানকে এবং তার পক্ষে যারা কাজ করছে তাদের বিচ্ছিন্ন করবে, নিয়ে যাবে প্রান্তিক অবস্থানে । আমার মনে হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গীটা পরিস্কার কিন্তু আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, প্রক্রিয়াটা শুরু করতে হবে, গাজার সংঘাত বন্ধ করা উচিৎ। সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতেনিয়াহু দুইরাষ্ট্র সমাধানকে জোরালো ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ব্লিংকেনের সাত দিনের এই কূটনৈতিক মিশনে কায়রো ছিল তার দশম ও শেষ সফর। এই সফরে গাজা যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ , মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি , অসামরিক লোকজনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং হামাস জঙ্গিতে হাতে আটক অবশিষ্ট পণবন্দীদের মুক্তি নিশ্চিত করার উপর আলোকপাত করা। বৃহস্পতিবার দিনের আরও আগের দিকে গাজায় ফিলিস্তিনিদের মানবিক সাহায্য প্রদানে মিশরের সহযোগিতার প্রশংসা করেন। পররাষ্ট্র বিভাগের মতে , পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন ও প্রেসিডেন্ট এল সিসি সকল অবশিষ্ট পণবন্দির মুক্তি নিশ্চিত করার চলমান প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করেন যে গাজায় ফিলিস্তিনিদের যেন জোর করে বাস্তুচ্যুত করা না হয়। তিনি আঞ্চলিক শান্তি স্থাপনের উপর ও জোর দেন যাতে ইসরাইলের নিরাপত্তা এবং ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠন নিশ্চিত করা যায়। প্রথম দিকের অস্থায়ী অস্ত্রবিরতির সময়ে মিশর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তাইওয়ানের নতুন প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন লাই চিংতে

তাইওয়ান : তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টির (ডিপিপি) প্রার্থী লাই চিংতে জয়ী হয়েছেন। শনিবারের নির্বাচনে তিনি ৪০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে। স্বাধীনতাপন্থি এবং চীনবিরোধী হিসেবে পরিচিত এই নেতার জয়ের ফলে চীনের সাথে তাইওয়ান সম্পর্ক কোনদিকে মোড় নেবে তা বলা মুশকিল। তাইওয়ানের স্বাধীনতার পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়ে আসছে ডিপিপি। শনিবার দেশটিতে আট ঘণ্টার ভোট গ্রহণ শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে চীনের ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে তাইওয়ানের এ নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ডিপিপির ভাইস প্রেসিডেন্ট লাই চিংতে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রভাব বিবেচনায় এবারের তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ১ কোটি ৯৫ লাখের বেশি ভোটার রয়েছেন তাইওয়ানে। আর মোট ভোটের ৪০ ভাগের বেশি পেয়ে জয়ী হয়েছেন লাই চিংতে। প্রাথমিক ফলাফলের পর এক বক্তৃতায় দেশের জনগণের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়েছেন লাই। তিনি বলেন, ‘‘আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আমারা জানাতে চাই, গণতন্ত্র এবং কর্তৃত্ববাদ এই দুইয়ের মাঝে আমরা গণতন্ত্রকেই বেছে নেব।’’

বাজার দর

SENSEX : 72568.45 +847.27
NIFTY : 21894.55 +247.35

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
24.00 °c	08.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .22 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 06 .32 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পর্যবেক্ষণের জন্য স্যাটেলাইট নিক্ষেপ করেছে জাপান

টোকিও : উত্তর কোরিয়ার সামরিক স্থাপনার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যক্রম উন্নত করার লক্ষ্যে জাপান শুক্রবার সফলভাবে সরকারি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ স্যাটেলাইট বহনকারী একটি রকেট নিক্ষেপ করেছে। এইচ টু এ নামের এই রকেট মিতসুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড উৎক্ষেপণ করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম জাপানের তানেগাশিমা স্পেস সেন্টার থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। টোকিওর দ্রুত সামরিক সক্ষমতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এটি অপটিক্যাল স্যাটেলাইট বহন করে মহাকাশে যাত্রা করে। সরকারের ক্যাবিনেট স্যাটেলাইট ইন্টেলিজেন্স সেন্টার এবং এমএইচআই এই উৎক্ষেপণকে সফল বলে ঘোষণা করে বলেছে, অপটিক্যাল-৮ স্যাটেলাইটটি সফলভাবে রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার পরিকল্পিত কক্ষপথে প্রবেশ করেছে। অপটিক্যাল স্যাটেলাইটটি খুঁটিনাটিসহ ছবি তুলতে পারে, তবে বিরূপ আবহাওয়ায় এর সক্ষমতা সীমিত। ১৯৯৮ সালে উত্তর কোরিয়ার একটি ক্ষেপণাস্ত্র জাপানের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার পর জাপান গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের স্যাটেলাইট প্রোগ্রাম শুরু করে। জাপানের লক্ষ্য হলো ১০টি স্যাটেলাইটের একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা, যার মধ্যে রাডার বহনকারী স্যাটেলাইটও রয়েছে। এই স্যাটেলাইট রাতের বেলা বা বিরূপ আবহাওয়ায় কাজ করতে পারে বা সনাক্ত করতে পারে এবং সম্ভাব্য ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের আগাম সতর্কতা প্রদান করতে পারে। সফল উৎক্ষেপণের প্রশংসা করে কেবিনেট স্যাটেলাইট ইন্টেলিজেন্স সেন্টারের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিরোকি ইয়াসুদা সংবাদদাতাদের বলেছেন, অপটিক্যাল-৮ জাপানের তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইয়াসুদা বলেন, জাপানের আশেপাশের নিরাপত্তা পরিবেশ ক্রমশ গুরুতর এবং অনিশ্চিত হয়ে উঠছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিও বাড়ছে। গোয়েন্দা স্যাটেলাইটগুলো বৈদেশিক বিষয়াদি, প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তার পাশাপাশি দুর্যোগ প্রতিক্রিয়ার কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।আমাদের বুদ্ধিমত্তার ক্ষমতাকে ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করতে হবে। ইয়াসুদা বলেন, তথ্য সরবরাহ করতে স্যাটেলাইটটির কয়েক মাস সময় লাগবে। প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সরকার দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর শুধুমাত্র আত্মরক্ষায় আক্রমণের নীতি ভেঙে ২০২২ সালে জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল গ্রহণ করেন। তারা চীন এবং উত্তর কোরিয়ার দ্রুতগতির অস্ত্রের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে আরও হামলার সক্ষমতা তৈরি করতে ২০২২-এর এই নীতির অধীনে আগামী বছরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি দূরপাল্লার টমাহক এবং অন্যান্য ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করার ওপর জোর দিচ্ছেন।

জার্মানিতে রাসায়নিকের বিষাক্ত ধোঁয়ায় আহত ২৫

বার্লিন : জার্মানির দক্ষিণাঞ্চলের কনস্টানজ শহরের একটি রাসায়নিক কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়ায় অন্তত ২৫ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জার্মান বার্তা সংস্থা ডিপিএ জানায়, শহরটির একটি একটি রাসায়নিক কারখানায় দুর্ঘটনার পর বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লে ২৫ জন আহত হয়। বিষাক্ত ধোঁয়ায় কারণে তাদের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছিল বলে জানা গেছে।

পুলিশ জানায়, শহরের একটি ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ কোম্পানির এক কর্মী শুক্রবার সকালে বিষাক্ত গ্যাসের বিষয়টি আন্দাজ করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানটির বেসমেংট রাখা একটি কংটেইনার থেকে বিষাক্ত এই গ্যাস বের হচ্ছিল।

বিষয়টি ফায়ার সার্ভিসকে জানানো হলে, তারা দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মী নিজেকে বিশেষ পোশাকের মাধ্যমে সুরক্ষিত করে ফর্ক লিফটের মাধ্যমে কন্টেইনারটি বেসমেংট থেকে সরিয়ে নেয়। সংবাদে বলা হয়, ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মী সুস্থ আছেন। জানা গেছে, ১০০ লিটারের ওই কন্টেইনারটিতে নাইট্রিক এসিড এবং ডিটারজেন্ট হরোলিথের মিশ্রণ ছিল।

অটল সেতু

সেতুটি তৈরিতে নিযুক্ত ছিলেন মোট ৫ হাজার ৪০৩ জন শ্রমিক

মহারাষ্ট্রে উদ্বোধন হল ১৭,৮৪০ কোটি ব্যয়ে নির্মিত ভারতের দীর্ঘতম সেতুর

মুম্বই (এজেন্সী): ভারতের দীর্ঘতম সেতু শুক্রবার মহারাষ্ট্রের অটল সেতু শুক্রবার ১২ জানুয়ারি খুলে দেওয়া হল। সমুদ্রের উপর নির্মিত সেতুটি ২১ কিলোমিটার লম্বা। সমুদ্রের উপর নির্মিত ৬ লেনের সেতুর উপর দিয়ে ২১ কিলোমিটার পথ যেতে সময় লাগবে মাত্র ২০ মিনিট।

বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য মুম্বই এবং নভি মুম্বইয়ের মধ্যে দূরত্ব কমাতে সমুদ্রের উপর সেতুটি নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সেতুটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নামে সেতুটি নির্মাণ করা হবে বলে তখনই জানিয়েছিল কেন্দ্র। শুক্রবার মহারাষ্ট্র সফরে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ভারতীয় সময় দুপুরে ‘মুম্বই ট্রান্স হারবার লিঙ্ক’ (এমটিএইচএল)-এর উদ্বোধন করেন তিনি।

মুম্বই থেকে নভি মুম্বইয়ের মধ্যে সংযোগকারী এই সেতুর পরিকল্পনা ১৯৬৩ সাল থেকে রয়েছে। এই সেতু তৈরিতে খরচ হয়েছে ভারতীয় মুদ্রায় ১৭,৮৪০ কোটি। ১২ জানুয়ারি থেকে সেতুটি আমজনতার জন্য খুলে দেওয়া হবে। অটল সেতুর উপর যাতায়াতের জন্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে গাড়ির সর্বোচ্চ গতি। চার চাকার গাড়ি প্রতি ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারবে। মোটরবাইক, অটোরিক্সা, ট্র্যাক্টর উঠতে পারবে না এই সেতুতে। একইসঙ্গে সেতুতে ওঠা এবং নামার সময় গতিবেগ বেঁধে দেওয়া হয়েছে ঘন্টায় ৪০ কিলোমিটার।

২০১৬ সালের ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেতুটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। একে ভারতের পরিবহণগত কাঠামোর উন্নতিতে মাইলফলক বলেও চিহ্নিত করেন মোদী।

সমুদ্রের উপর নির্মিত ৬ লেনের সেতুর উপর দিয়ে ২১ কিলোমিটার পথ যেতে সময় লাগবে ২০ মিনিট।

সেতুটি তৈরি হওয়ার ফলে শুধু দূরত্ব কমল তাই নয়, সেই সঙ্গে এই সেতুটি নভি মুম্বই এবং মুম্বইয়ের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে যুক্ত করল। এরই পাশাপাশি মুম্বই বন্দর এবং জওহরলাল নেহরু বন্দরকে যুক্ত করল। মুম্বই থেকে পুণে, গোয়া কিংবা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময়ও কমবে।

২০১৮ সালে অটল সেতু নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। সেতুটি তৈরিতে নিযুক্ত ছিলেন মোট ৫ হাজার ৪০৩ জন শ্রমিক।

শিলিগুড়ির একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুললো শিলিগুড়ি গুরুদুয়ারা কমিটি

শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়ির একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুললো শিলিগুড়ি গুরুদুয়ারা কমিটি। অভিযোগ শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টার দীর্ঘদিন ধরে গুরুদোয়ারা কমিটির বিল্ডিংয়ে তাদের ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালালেও ভাড়া প্রদান করছে না। বারবার ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে চিঠি করার পরেও কোন লাভ হচ্ছে না। গুরুদোয়ারা কমিটি শ্রী গুরু সিং সভার অভিযোগ, প্রায় ৯ বছর তাদের বিল্ডিংয়ে ওই সেন্টারটি চলেছে, তার মধ্যে শেষের দুই বছরের ভাড়া না দিয়েই তারা তাদের বিল্ডিং ছেড়ে অন্যত্র চলে আসে। কিন্তু ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারটির তরফে গুরুদোয়ারা কমিটিকে জানানো হয়েছিল দ্রুত বকেয়া ভাড়া প্রদান করে দেওয়া হবে। কিন্তু কোথায় কি? আজও বকেয়া সে অর্থ। দুইবার বকেয়া প্রদানের নামে যে চেক দেওয়া হয়েছিল সেই চেক পর্যন্ত বাউন্স হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন কেউ লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে শিলিগুড়ির গুরুদুয়ারা কমিটি। কিন্তু লাভের লাভ কিছু না হওয়াতেই আজ শান্তিপূর্ণভাবে ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সামনে এসে প্রতিবাদ বিক্ষোভ এ সামিল হন গুরুদুয়ারা কমিটির সদস্যরা। তাদের দাবি দ্রুত তাদের বকেয়া প্রদান করতে হবে। কারণ এই অর্থনৈতিক সংকটের কারণে গুরুদুয়ারার কাজকর্ম এবং সমাজসেবার কাজে ভিন্ন ঘটছে। তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তরফে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।।

ওয়ার্ড উৎসব ভোরের আলোর সুচনায় মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়িঃ বিভিন্ন ওয়ার্ড গুলোর পাশাপাশি শহরের পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে বৃহস্পতিবার শুরু হল ওয়ার্ড উৎসব ভোরের আলো। বৃহস্পতিবার পুরসভার মেয়র গৌতম দেব ও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের উপস্থিতিতে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে উৎসবের সূচনা করা হয়।উৎসবের সুচনায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার,মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত, মানিক দে,ওয়ার্ড কাউন্সিলর সঞ্জয় শর্মা সহ শিলিগুড়ির একাধিক কাউন্সিলর ও অতিথিরা। সুভাষপল্লীর হাতি মোড় থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি শুরু হয়ে ওয়ার্ডের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।এলাকার ৮ থেকে ৮০ সকল বয়সের মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে।

এক দুষ্কৃতিকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করলো পুখুরিয়া থানার পুলিশ

মালদা ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি চালিয়ে এক দুষ্কৃতিকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করলো পুখুরিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , ধৃত ব্যক্তির নাম টারজেন মিঞা। তার বাড়ি রতুয়ার পরানপুরে। বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে কালিতলা মোড় থেকে অস্ত্র সহ ওই দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুখুরিয়া থানার পুলিশ। ধৃত টারজেন মিঞার কাছ থেকে পাওয়া যায় একটি পাইপগান এবং দুটি কার্তুজ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , ধৃত টারজেন মিঞা চুরি এবং বিভিন্ন কেসে অভিযুক্ত রয়েছে।

গাজোল ব্লকে বিষাণ জাতীয় ৪৭ তম বর্ষ নাট্য মেলা শুরু হলো

মালদা ঃ গাজোল ব্লকে বিষাণ জাতীয় ৪৭ তম বর্ষ নাট্য মেলা শুরু হলো। বৃহস্পতিবার এই নাট্য মেলা উৎসবের জন্য শ্যামসুখী শিক্ষা নিকেতন থেকে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে একটি রেলি বের হয়। এদিন গাজোল শহর ঘুরে পুনরায় নাট্য মেলায় এসে পরিক্রমা শেষ হয় । নাটকের জন্য হাঁটুন পরিক্রমায় বহু নাট্য প্রেমীরা সামিল হন। এবারের নাট্য অনুষ্ঠানে মোট ২০টি নাটকের দল অংশ নিয়েছে। তার মধ্যে বিহার এবং ত্রিপুরা থেকে দু'টি দল এসেছে।বাকি দলগুলি রাজ্যের একাধিক জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে।তাঁরাই কয়েকদিন মানুষকে আনন্দ প্রদান করবে। গাজোল বিষাণ জাতীয় নাট্য সংস্থার সম্পাদক গদাধর রায় বলেন, এই নাট্যমেলা আমাদের কাছে বিরাট উৎসবের মতো। ছয়দিন ধরে এই মেলা চলবে। ৪৭ তম বর্ষের অনুষ্ঠানকে সফল করতে প্রস্তুতি অনেক দিন আগে থেকেই নেওয়া শুরু হয়েছে।এবারে দুটি দল বাইরের রাজ্য থেকে আসছে। ১২ জানুয়ারি নাটকের ওপরে সেমিনার রয়েছে। এর পাশাপাশি গুণীজনদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে

ক্রেতারা সঠিক ওজনের সামগ্রী পাচ্ছেন কিনা তা খতিয়ে দেখতে

মালদা ঃ ক্রেতারা ক্রেতারা সঠিক ওজনের সামগ্রী পাচ্ছেন কিনা তা খতিয়ে দেখতে ঝলঝলিয়া বাজারে অভিযান লিগাল মেট্রোলজি ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের। কম পরিমানে মাছ দিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েন এক মাছ বিক্রেতা। ওই বিক্রেতার বাটখারা বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে।

দুই দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, জেলাশাসকের নির্দেশে জেলার বিভিন্ন বাজারে এই ধরনের অভিযান চলছে। অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সৌজন্যে

আলিপুরদুয়ারঃ ন্যাক পদ্ধতি এবং প্রস্তুতির প্রশিক্ষণের হাতেখড়ি কর্মশালা হলো বৃহস্পতিবার ফালাকাটা কলেজে ড আলিপুরদুয়ার জেলার ১০টি কলেজ অংশগ্রহণ করে এই কর্মশালায় ড ফালাকাটা কলেজের অধ্যক্ষ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, এই কর্মশালার উদ্দেশ্য হল এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত কলেজ ন্যাকের মূল্যায়নের আওতায় আসেনি এবং যারা একবার করেছিল পরবর্তীতে আবার তাদের করতে হবে তাদের সকলকে নিয়েই হাতেকলমে হাতে খড়ি এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো

পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণের দুর্নীতি হয়েছে এই অভিযোগ তুলে রাস্তা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসী

মালদা ঃ পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণের দুর্নীতি হয়েছে এই অভিযোগ তুলে বিডিও এবং ঠিকাদারের বিরুদ্ধে রাস্তা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসী।ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লতাসি গ্রামে। এদিন সকাল থেকেই গ্রামের মূল রাস্তাটি অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। এমনকি হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লকের বিডিও এবং ওই কাজে যুক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির স্লোগান তুলতে থাকেন। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা জুড়ে। রাস্তা নির্মাণের দুর্নীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে কন্ট্রাক্টর। যদিও গ্রামবাসীদের ওই অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুরের দু'নম্বর ব্লকের বিডিও তাপস কুমার পাল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লক এলাকার লতাসি গ্রামের হুদা মিস্ত্রির বাড়ি থেকে গোলাম এর বাড়ি পর্যন্ত ১১০০ মিটার রাস্তা গত বছর ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করে নির্মাণ করা হয়। এরপরই অভিযোগ উঠে ওই কাজে যুক্ত ঠিকাদার সিডিউল না মেনে এই রাস্তা নির্মাণ করেছে। রাস্তা নির্মাণ করার চার মাসও কাটেনি। এর মধ্যেই রাস্তা বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে গিয়েছে।এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও কে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে আশ্বাস মিললেও কোন কাজ হয়নি। তাই আজকে গ্রামবাসী ওই রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবিলম্বে রাস্তা মেরামত না হলে তারা আঃদোলনের সামিল হবেন বলে জানিয়েছেন। যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ওই কাজের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদার ইব্রাহিম। তার দাবি এলাকার কিছু লোক তার কাছে দাদাগিরি ট্যাক্স হিসেবে লক্ষাধিক টাকা দাবি করেছিল তিনি দিতে রাজি না হওয়াতেই এখন এই বিক্ষোভ শুরু করেছে তারা।রাস্তা নির্মাণ কাজ সিডিউল মেনেই করা হয়েছে।

ঝুলন্ত যুবকের মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য পুরনিগমের ২২ নম্বর ওর্য়াডে

শিলিগুড়ি ঃ ২২ নম্বর ওর্য়াডের অরবিন্দপল্লীর মুরারী মোহন বিদ্যাপীঠের উল্টো দিকে সৃজা আবাসন৩ আবাসন।সেই আবাসনের প্রথম তলে সাহিল মজুমদার নামে এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু কে ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়।বাবা সুব্রত মজুমদার ব্যবসার কাজে বাজারে ছিলেন।তাঁকে তাঁল শ্বাশুড়ী মা খবর দেন সাহিলের বাবাকে।দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।বাবা ছুটে এসে দরজা ধাক্কা দিয়ে ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখেন তার একমাত্র ছেলে সিলিং ফেনের সঙ্গে ঝুলছে।এরপর খবর দেওয়া হয় শিলিগুড়ি থানায় ।থানায়থেকে পুলিশ এসে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাই।

অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের দেহ পড়ে পাথর খাদানে

পারুলিয়া ঃ বুধবার রাতে হাত, পা বাঁধা অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের দেহ পড়ে পাথর খাদানে। ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়।তদন্তে পুলিশ। দুর্গাপুর থানার পারুলিয়ার ড্যামপাড়া সংলগ্ন মোরাম খাদানে হাত, পা বাঁধা অবস্থায় এক যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় এক ব্যক্তি। এই খবর জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকা জুড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই যুবকের দুটি হাত শরীরের পিছনে বাঁধা ছিল। দুটি পাও বাঁধা ছিল। কালো কাপড় দিয়ে শ্বাসরোধ করেই খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। বাইরে থেকে খুন করে এখানে ফেলা হয়েছে বলেও পুলিশের অনুমান। মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। মৃত যুবককের নাম পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। কোথায় খুন করা হয়েছে, কিভাবেই বা এলো দেহ, পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর।

আইসিডিএস সেন্টারের বেহাল দশা

নদিয়া ঃ নদিয়ার তেহট্ট ব্লকের নাটনা পূর্ব মাঠ পাড়া আইসিডিএস সেন্টারের বেহাল দশা। ঘর থাকলে ওপরে নেই ছাদ। বৃষ্টি এলে ই ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পার্শ্ববর্তী ক্লাবে আশ্রয় নিতে হয়। আইসিডিএস সেন্টারের এমনই বেহাল দশা যে খাতা পত্র পর্যন্ত রাখা জায়গা নেই। ২০২১ সাল থেকে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি এমনকি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কেউ জানানো হয়েছে বিষয়টি সকলে আশ্বাস দিলেও কেউ সংস্কার করেনি। আইসিডিএস সেন্টার এর এমন দশা দেখে অনেক ছাত্রছাত্রীকে তাদের অভিভাবকরা সেন্টারে পাঠাতে চাইছে না। উপরে নেই ছাদ তবুও চলছে তাদের নিয়মিত মিড ডে মিলের রান্না। যেকোনো সময় শিশুদের খাবারে নোংরা পড়তে পারে, ঘটে যেতে পারে বড়সড় বিপদ আর সব সময় সেই আতঙ্কে থাকে আইসিডিএস সেন্টারের কর্মী প্রতিমা মন্ডল।

রাজনগরের কানমোড়া গ্রামে ড্রাগন চাষ করে লক্ষপতি চাষী

বীরভূম ঃ বীরভূমের রাজনগরের কানমোড়া গ্রামে ড্রাগন চাষ করে লক্ষপতি হলেন চাষী। গতানুগতিক চাষের পদ্ধতি এবং পরিকল্পনা বাদ দিয়ে লাভবান হওয়ার আশায় নতুন ধরনের চাষে আগ্রহী বর্তমানে অনেক চাষী। এরকমই প্রথাগত চাষের বাইরে ড্রাগন ফল চাষ করে লাভের দিশা দেখাচ্ছেন রাজনগরের ভবানীপুর অঞ্চলের কানমোড়া গ্রামের চাষী মান্নান খান। রাজনগর এলাকা বরাবরই খরাপ্রবন এলাকা এবং সেচ ব্যবস্থাও ভালো না থাকায় চাষবাস খুব একটা ভালো হয় না। তবুও এলাকার চাষীরা ধান চাষের ওপরেই ভরসা করে থাকেন। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভের মুখ দেখা যায় না। তাই প্রথাগত চাষের পদ্ধতি বাদ দিয়ে ড্রাগন চাষের পরিকল্পনা করেন মান্নান খান। তিনি বছর চারেক আগেই তার বসতবাড়ির সামনে প্রায় পাঁচ একর জায়গায় ড্রাগন চাষ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি রানাঘাট থেকে ড্রাগনের চারা আনান এবং প্রায় ১৫ হাজার মতো ড্রাগনের চারা তার ওই জমিতে লাগিয়ে ড্রাগন চাষ শুরু করেন। এক বছর পর থেকেই ফল পেতে শুরু করেন। পুষ্টিগুণ এবং এর আকার আকৃতির কারণে বাজারে ড্রাগন ফলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ক্যাকটাস জাতীয় এই মিষ্টি ফলটিতে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন , ভিটামিন, ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। ফলে হার্টের রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থারাইটিস এমনকি ক্যান্সার নিরাময়ের ক্ষেত্রেও উপকারে আসে এই ড্রাগন ফল। ড্রাগন চাষী মান্নান খান জানিয়েছেন বিঘা প্রতি তার কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়ে থেকে এই ড্রাগন ফল বিক্রি করে। ফল বিক্রিতেও কোন সমস্যা নেই। পাইকারি রেটেই তার বাড়ি থেকেই ড্রাগন ফল কিনে নিয়ে যান ফল ব্যবসায়ীরা। গতানুগতিক চাষের বাইরে ড্রাগন ফল চাষ করে রাজনগরে আয়ের নতুন দিশা দেখাচ্ছেন ড্রাগন চাষী মান্নান খান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বোলপুরে

বোলপুর ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বোলপুর বাঁধগোড়া কালী কৃষ্ণ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ১৪ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই ক্রিড়া প্রতিযোগিতার আযজেনে বীরভূম জেলা মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা। ৩১ টা মাদ্রাসার এবং এমএস কে ২৩ টা ছেলেমেয়েরা এই ক্রিড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ৬১ টা ইভেন্ট সারাদিন চলবে। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উপলক্ষে সকালে বর্ণ্নাঢ্য শোভাযাত্রার আযজেন করা হয় এই শোভাযাত্রায় মাদ্রাসার শিক্ষকশিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বীরভূম জেলা সভাধিপতি ফাইজুল হক, বোলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অমর শেখ, প্রাক্তন বিধায়ক নরেশ চন্দ্র বাউরী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

মেধা ছাত্র ছাত্রীদের সম্মান যাপন

বজবজ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা বজবজ ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি কলেজের ৬ ছাত্রছাত্রীকে অল ইন্ডিয়া স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন কম্পিটিশনে বজ বজ কলেজে ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফল করে ।তারই উদ্দেশ্যে আজ বিবিআই টির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় পরিবহন মন্ত্রী দিলীপ মন্ডল মহাশয়ের উপস্থিতিতে বজ বজ বিবিআইটি কলেজের কর্ণধার তথা জগন্নাথ গুপ্তার পিতামাতার মূর্তি উদ্বোধন করা হয় ।অন্যদিকে এই ছয় কৃতি ছাত্রছাত্রীকে স্মারক ও মানপত্র তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ওই ছয় কৃতি ছাত্রছাত্রীকে ছয় মাসের সেমিস্টারের সমস্ত খরচা মুকুব করে দেয়া হয় অর্থাৎ ইনস্টিউট সমস্ত খরচা বহন করবে বলে জানান ।

দেড় কোটি টাকার সাইবার জালিয়াতির অভিযোগে শিলিগুড়ি থেকে ৫ জনকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ দিল্লিতে সাইবার প্রতারণার অভিযোগের তদন্তে নেমে দুজনকে গ্রেপ্তার করল প্রধান নগর থানার পুলিশ। জানা যায় প্রায় পাঁচ মাস আগে দিল্লিতে সাইবার থানাতে ১.৫ কোটি টাকার সাইবার প্রতারণার অভিযোগ জমা পড়ে সেই ঘটনার তদন্তে নেমে গতকাল শিলিগুড়ি পৌঁছায় দিল্লি পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগের পুলিশ কর্তারা এবং চম্পা সরিয়ে এলাকার একটি হোটেলে অভিযান ছাড়িয়ে পাঁচজনকে আটক করে। পরবর্তীতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের মধ্য থেকে দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত দুজনের নাম আজীব ইয়াকাত, দিল্লির বাসিন্দা ও আকাশ সিং রাজপুত মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। ধৃতদের এদিন আদালতে পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

রাম ধর্মনিরপেক্ষ নয়

কলকাতা ঃ দেশের প্রধানমন্ত্রী গর্ভগৃহে থাকবেন, মূর্তি ছুঁয়ে পবিত্র করবেন। একে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হয়েছে। মরিয়দা পুরুষোত্তম রামকে যদি পবিত্র করতে হয় তবে তা শাস্ত্র অনুযায়ী হওয়া উচিত। আমি প্রতিবাদ করব না, যাবও না, আমি আমার কথা বলেছি । অর্ধেক তিতির আর অর্ধেক কোয়েলের কাহিনী অনুসরণ করবেন না, সব কিছু শাস্ত্র অনুসারে করতে হবে।

আমাকে আমার সাথে একজনকে নিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তিনি হাসতে হাসতে বললেন, না, আমি এই কারণে রাগ করিনি।

পুরী গোবর্ধন পীঠের শঙ্করাচার্য স্বামী নিসচালানন্দ সরস্বতী জি মহারাজ আজ মুম্বাই মেইলে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেছেন। ট্রেনটি ২১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছেছে সকাল ১০ঃ০০ নাগাদ।

যেখানে তাঁর ভক্তরা ইতিমধ্যেই উপস্থিত ছিলেন, তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগের ডিআরএম সঞ্জীব কুমার। তিনি এখানে এসেছেন বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এবং গঙ্গাসাগরে স্নান করতে। গর্ভগৃহে ভগবান শ্রী রাম লালের পবিত্রতা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন যে এটি আনন্দের বিষয় যে শাস্ত্র অনুসারে পবিত্রকরণ এবং পূজা করা উচিত।

রাম ধর্মনিরপেক্ষ নন। শাস্ত্র অনুসারে শ্রদ্ধা ও পূজার অনুষ্ঠান থাকতে হবে, অন্যথায় দেবতার মহিমা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং বিলীন হয়ে গেলে ডাকিনী সাকানি ভূতপিশাচের আকারে প্রবেশ করে সমগ্র এলাকা ধ্বংস করে দেয়। ধ্বংস. তাঁকে এই কর্মসূচিতে যাওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, না, আমি এই কর্মসূচিতে যাব না, আমি অযোধ্যা যেতে থাকি ।

আমি এই কর্মসূচিতে অংশ নেব না, এর কোনো কারণ নেই। আমি আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। আপনি একজনকে সঙ্গে আনতে পারেন এবং তিনি হাসতে হাসতে বললেন, না, আমি এতে রাগ করিনি, আমার নিজস্ব নীতি আছে, আমার নিজস্ব নীতি আছে। নীতি। আমি সেই প্রোগ্রামে যাব। আমি কি করব? সবাই জানে ধর্মীয় নেতারা আসছেন না।

জাগতিক নিয়ম আছে যে পদ্ধতিতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং তা অনুসরণ করলেই একজন ব্যক্তি তার গন্তব্যে পৌঁছান, একইভাবে, আপনি যদি শাস্ত্র অনুসারে ফলাফল চান তবে শাস্ত্র অনুসারে সবকিছু করতে হবে, অর্ধেক তিতির, অর্ধেক কোয়েলের কাজ করবেন না। সমগ্র এশিয়া মহাদেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে হিন্দু রাষ্ট্রের দিকে।সারা বিশ্বকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করা হবে।সারা বিশ্ব হিন্দুত্বের রঙে রঙ্গিন হবে কারণ সবার পূর্বপুরুষ ছিলেন সনাতনী।

সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগরে একবার

কলকাতা ঃপ্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে ইতিমধ্যেই ভিড় জমিয়েছেন পুন্যার্থীরা শহর কলকাতায়। গঙ্গাসাগর মেলা কে সফল করতে সমস্ত রকম প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে রাজ্য সরকার। নির্বিঘ্নে গঙ্গাসাগর পণ্য মেলার সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই, বাবুঘাট আউট্রাম ঘাট থেকে শুরু করে শহর কলকাতার বেশ কিছু জায়গায় যেখানে জমিয়েছেন সেই সমস্ত স্থানে বিভিন্ন পরিষেবা ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চালু করে ফেলা হয়েছে। নিরাপত্তার বিষয়টির কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে এসিস্ট্যান্ট বুথ ও টহলদার জারি রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য কর্মী ও ডাক্তারবাবুদের নিয়েও মেডিকেল চেকআপের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেকোনো ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলায় উদ্ধার কার্য থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয়ের মোকাবিলায় বিপর্যয় মোকাবিলার টিমকে রাখা হয়েছে। অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে অস্থায়ী ফায়ার স্টেশন ও করা হয়েছে। দূর দূরান্ত থেকে আগত পূর্ণ্যার্থীদের গঙ্গাসাগর নির্বিংয়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের পরিবহন বিভাগের পক্ষ থেকেও একাধিক অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথে পরিবহন কর্মীরা কাজ করে চলেছেন। ইতিমধ্যেই লট এইট হয়ে কচুবেড়িয়া যাওয়ার জন্য দূরপাল্লার বাসগুলিতে উপচে পড়া ভিড় এর ছবি ধরা পড়েছে আমাদের ক্যামেরায়। সব মিলিয়ে গঙ্গাসাগর মেলা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রস্তুত কলকাতা প্রস্তুত রাজ্য সরকার।

জাতীয় স্তরের পেইন্টিং এর তৃতীয় মুর্শিদাবাদে যুবক

মুর্শিদাবাদ ঃ জাতীয় স্তরে পেহন্টং এ তৃতীয় মুর্শিদাবাদের এক যুবক। মুর্শিদাবাদের সালার থানার মালিহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সালিন্দা গ্রামের বাসিন্দা নাম ইমরান শেখ। মুর্শিদাবাদ জেলার গর্ব সে, মুর্শিদাবাদের একমাত্র প্রতিযোগী হিসাবে সে জাতীয় স্তরে পুরস্কার পেয়েছে পেইন্টিংয়ে। উক্ত প্রতিযোগিতা প্রথম হয়েছে,ভারতবর্ষে প্রথম হয়েছে বিহারের এক যুবক। দ্বিতীয় আসামের একজন। আর তৃতীয় স্থানের অধিকারী হয়েছে মুর্শিদাবাদের সালিন্দা গ্রামের ইমরান। পেইন্টিং এ মাস্টার্স করেছে , তার বাবা হলেন এএসআই অফিসার। ইমরানকে ভবিষ্যতে কি হবে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে সে জানায় ডিফেন্সে যেতে চায় ।

মুম্বই পুলিশের নামে ফাঁদ পেতে তমলুকের যুবকের থেকে ৩৩ লক্ষ টাকা প্রতারণা

কলকাতা ঃ মুম্বই পুলিশের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে সাইবার প্রতরণা। প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা খোয়া গেছে তমলুকের পদুমবসানের আচার্যপাড়ার এক যুবকের।যুবকের নাম শুভজিৎ মিশ্র,একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী ওই যুবক। বিদেশে মাদক পাচার সহ আর্থিক নয়ছয়ের সঙ্গে যুক্ত বলে ফোন করে ভয় দেখানো হয় তাঁকে। তদন্তের স্বার্থে নানান তথ্য জানতে চাওয়া হয় তাঁর থেকে। মামলায় নাম জড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রাথমিক ভাবে প্রতারকের দাবির সত্যমিথ্যা যাচাই না করে তিনি তাঁদের কথা মতো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সহ মোবাইলে আসা ওটিপি দিয়ে বসেন। অভিযোগ তারপরই কৌশলে প্রি অ্যাপ্রুভড লোনের ২০ লক্ষ টাকা এবং ফিক্সড ডিপোজিট সহ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা ১৩ লক্ষ ২২ হাজার ৭০০ টাকা হাতিয়ে নেয় জালিয়াতরা। ঘটনার ব্যাপারে ৩ রা ডিসেম্বব তমলুকের সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রতারিত যুবক। টনার তদন্ত শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত জালিয়াতদের খোঁজ পায়নি পুলিশ। উদ্ধার হয়নি খোয়া যাওয়া টাকাও।

আতঙ্কের সন্দেশখালি এখন পুরুষ শূন্য আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে গ্রামবাসীদেরও

বসিরহাট ঃ গত ৫ ই জানুয়ারি শুক্রবার কাক ভোরে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার, বসিরহাট মহকুমার,সন্দেশখালি বিধানসভার অন্তর্গত, ন্যাজহাট থানার সরবেড়িয়া শেখ শাহজাহানের বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি কর্তারা যদিও তারপর অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল অর্থাৎ বেশ কয়েকজন ইডি আধিকারিক কে বেধড়ক মারধর করেছিল গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ হয় গোটা সরবেরিয়া এলাকায় ফলে একপ্রকার সন্দেশখালীর সরবেড়িয়া সাধারণ মানুষ কিছু হটে ইডি আধিকারিকের মারধোর গাড়ি ভাঙচুর যা নিয়ে ইতিমধ্যে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় চলছে তার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে যদিও ইতিমধ্যে সন্দেশখালীর ঘটনায় পৃথক তিনটি এফ আই আর দায়ের হয়েছে তবে এখনো পর্যন্ত অধরাই রয়ে গেলেন সন্দেশখালীর বেতাজ শেখ শাহাজান যদিও সন্দেশখালীর ঘটনা নিয়ে বৈঠক করছেন কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি। তবে ৫ই জানুয়ারি শুক্রবারের ঘটনায় এখনো পর্যন্ত আতঙ্ক যেন কিছু ছাড়ছে না গ্রামবাসীদের। আকুঞ্জিপাড়া এলাকা পুরুষ শূন্য হয়ে গেছে। আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে গ্রামবাসীদের এমনটাই জানাচ্ছেন গ্রামবাসী মহিলারা। যদিও গোটা ঘটনার দিকে নজর রেখেছেন বসিরহাট পুলিশ জেলার আধিকারিকরা তার পাশাপাশি আকুঞ্জীপাড়া এলাকার সহ গোটা সরবেড়িয়া এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

FREE ENTRY
#HOCKEYINVITES
ENROUTETOPARIS
FIH HOCKEY OLYMPIC QUALIFIERS 2024 RANCHI
STADIUM ENTRY (FOR SPECTATORS) : 10:00 am Onwards
FIH
HOCKEY INDIA
TODAY'S MATCHES
14 JANUARY 2024
FIH HOCKEY OLYMPIC QUALIFIERS RANCHI 2024
MARANG GOMKE JAIPAL SINGH ASTROTURF HOCKEY STADIUM, RANCHI
TIME: 12:00 CHILE VS CZECH REPUBLIC
TIME: 14:30 JAPAN VS GERMANY
TIME: 17:00 USA VS ITALY
TIME: 19:30 NEW ZEALAND VS INDIA

jharkhand tourism
Nature's hidden jewel
Palash Patang
Mahotsav
2024
Food | Art & Craft | Workshop | Kite flying
14TH & 15TH
JANUARY
2024
12 pm onwards
FREE ENTRY
Venue:
Kanke Dam, Ranchi,
Jharkhand

সম্পাদকীয়

অপারেটিং সিস্টেম আপডেট ঃ জনৈক পুরুষের সাম্যের আহ্বান

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বৈশ্বিক লিঙ্গবৈষম্যের একটা তালিকা প্রকাশ করে থাকে। বাংলাদেশ এই তালিকায় ৫৯তম। সে তুলনায় জাপান, যেখানে আমি বেড়ে উঠেছি, সে দেশের অবস্থান ১২৫তম। জাপানের সমাজ, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি, রাজনীতি আর প্রচারমাধ্যমের প্রভাবে আমিও অধিকাংশ জাপানি পুরুষের মতো 'প্রকৃত পুরুষে'র একটা সংকীর্ণ ধারণায় দীক্ষিত ছিলাম। চাকরির বাজারের বড় কোনো অবস্থান করে নেওয়াটাই ছিল এই প্রকৃত পুরুষদের কাছে সামাজিক সম্মান। পৌরুষ বলতে বুঝতাম আগ্রাসন, অন্যকে পদানত করা ছিল শক্তিসামর্থ্যের প্রমাণ। এই চক্করে পড়ে পুরুষত্ব বিষয়টি হয়ে উঠেছিল এক দুর্ভেদ্য কেল্লার মতো। আবেগ আর বন্ধনমুক্ত হওয়া, দুর্বলতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন প্রকাশ না করাই ছিল আমাদের কাছে পুরুষত্বের প্রমাণ। ফলে আমাদের সম্পর্কগুলো সমতা কিংবা নির্ভরতা হারিয়ে হয়ে উঠল নিয়ন্ত্রণ আর জবরদস্তিমূলক। আমাদের বলা হলো 'রক্ষাকর্তা'। এই ভাবমূর্তির অন্ধকারে জন্ম নিল সহিংসতা, নারীবিদ্বেষ আর নারীর প্রতি তাচ্ছিল্য। আমার মনে আছে, ছোটবেলায় কান্না আটকাতে ঠোঁট কামড়ে থাকতাম প্রায়ই। পুরুষদের যে

কাঁদতে মানা! আমার উচ্চবিদ্যালয়ের রাগবি দলে শেখানো হতো শক্তি আর সাফল্যের জোরে যেকোনো দুর্বলতা জিতে নেওয়া চলে। নিজের অবচেতনে একজন লড়াকু পুরুষ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য আমি খুব পড়তাম ও পরিশ্রম করতাম। টোকিওতে ২৫ বছর আগে আমার কর্মজীবন শুরু হয়। সে আমলে মেয়েরা কেবল অফিসের ছোটখাটো টাইপিস্ট, কেরানির কাজ করতেন। আমার এবং আরও সবার কাছে এ ছিল খুব স্বাভাবিক ও নিত্যকার বিষয়। পরে দীর্ঘ প্রবাসজীবনে আবিষ্কার করলাম, গোটা দুনিয়াতেই নারীদের প্রতি কমবেশি একই মনোভাব বিদ্যমান। তা সে এশিয়ার সবুজ গ্রাম, ইউরোপের ঝাঁচকচকে শহর কিংবা আফ্রিকার কোনো অজপাড়াগাঁসবখানেই সেই চিরাচরিত গল্প। দেখলাম, সর্বত্র পুরুষেরা 'পুরুষত্ব'এর এক অলীক ঘেরাটোপে আটকে পড়েছে, আর এর ফলে কী নিদারুণ মূল্য চোকাতে হচ্ছে, সে ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণাই নেই। বাংলাদেশে, আশা আর সহনশীলতার এই অপূর্ব সম্মিলনের দেশেও চিত্রটা একই। পুরুষত্বের নামে প্রচলিত অচল আর বিষাক্ত কিছু প্রথার পাল্লায় পড়ে আমাদের আশপাশে যারা আছে, বিশেষ করে পরিবার আর সমাজের মেয়ে আর নারীরাও সমানতালে ভুগছে। নিরীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, 'পৌরুষ' জাহিরের নেশায় আক্রান্ত পুরুষদের পক্ষে তাদের সঙ্গিনীর কাছে মনের ভাব প্রকাশ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। ফলে অনিবার্যভাবে বাধে সংঘাত। ফলাফল নারীর প্রতি সহিংসতা। বাংলাদেশের একতৃতীয়াংশ মেয়েই এর ভুক্তভোগী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সহিংসতার অপর প্রান্তে থাকে ওই নারীটির জীবনসঙ্গী। কিন্তু এই আগ্রাসন আর নারীদের দমনপীড়ন করে পৌরুষ প্রমাণের সামাজিক চাপের মুখে আমরা কী হারাচ্ছি, তাও ভাবা দরকার। মানসিক ও শারীরিক চাপের পাশাপাশি সামাজিক অর্থনৈতিক মাপকাঠি বিবেচনায় আমাদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ শতকোটি ছাড়িয়ে যাবে। এর চেয়েও বড় ক্ষতি হচ্ছে, জীবনের সুখআনন্দ উপভোগের ক্ষমতা ও সুযোগ হারানো, জীবনের অর্থ হারিয়ে ফেলা, তাড়না খুইয়ে বসা। একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলি। আমার সন্তান জন্মের পরবর্তী বছরগুলোয় আবিষ্কার করলাম, আমরা, পুরুষেরা নিজেদের দুর্বলতা মেনে নেওয়া ও প্রকাশের ক্ষমতাকে, অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং সুখী ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার ক্ষমতাকে কী নিদারুণভাবে অবজ্ঞা করে চলেছি। পুরুষত্ব নামক বাক্সটা আমাদের নির্মমভাবে বন্দী করে রাখে। আমার 'ইকিগাই' প্রাপ্তি হলো। জাপানি এই শব্দটির অর্থনিজেকে খুঁজে পাওয়া, জীবনধারণের উদ্দীপনাকে ফিরে পাওয়া। জাতিসংঘে কাজ করার সুবাদে আমি আমার পিতৃত্বকালীন ছুটির সবটা এই পুরুষত্বের বাক্সটা ভেঙে বেরোনোর কাজে ব্যয় করলাম। এ কেবল বাবা হওয়ার অংশ নয়, বরং একই সঙ্গে বহু বছরের শিক্ষা মুছে নতুনভাবে একজন পুরুষ, একজন বাবা, একজন মানুষ ও একজন সঙ্গী হিসেবে নিজেকে আবিষ্কার করাও বটে।

জানা অজানা

তরুণ প্রজন্মের কাছে ধূমপান যেন নিত্য সঙ্গী

সৌরভ হালদার

বর্তমানে ধূমপানের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ধূমপানের হার উদ্বেগজনক। এক গবেষণা অনুসারে, ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণদের মধ্যে ধূমপায়ীর হার ৩৫ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষদের মধ্যে ধূমপানের হার ৫০.৬ শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে ধূমপানের হার ১৪.৮ শতাংশ। ২০২২ সালের এক গবেষণা অনুসারে, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ধূমপানের হার ২৮.৬ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষদের মধ্যে ধূমপানের হার ৪৭.৭ শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে ধূমপানের হার ৮.৭ শতাংশ। ধূমপানের কারণে মৃত্যুর হার দিন দিন বাড়ছে। ২০২১ সালের এক গবেষণা অনুসারে, ধূমপানের কারণে প্রতি বছর প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে পুরুষদের মধ্যে ধূমপানের কারণে মৃত্যুর হার ২০.৮ শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে ধূমপানের কারণে মৃত্যুর হার ০.৯ শতাংশ। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ধূমপান বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রচারণা ও প্রলোভন। ধূমপানের কুফল সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা কম। ধূমপানকারীরা বিভিন্নভাবে তরুণদের প্রচারণা ও প্রলোভনের মাধ্যমে ধূমপানে আকৃষ্ট করছে। অনেক তরুণ তাদের বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের ধূমপান দেখে ধূমপানে আগ্রহী হচ্ছে। অনেক তরুণ চাপ বা মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে ধূমপানে আশ্রয় নিচ্ছে। ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটি ক্যানসার, হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক, ফুসফুসের রোগ ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে। তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের ধূমপান থেকে বিরত রাখার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। তরুণ প্রজন্মকে ধূমপান থেকে বিরত রাখার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি যেমন ধূমপানের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। তাদের ধূমপানের মাধ্যমে কী কী ক্ষতি হতে পারে তা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত এ ছাড়া ধূমপানবিরোধী আইনের কঠোর প্রযোগে করা হলে তরুণদের মধ্যে ধূমপান কমে আসবে।

আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার গণহত্যার মামলা আসলে কী

দক্ষিণ আফ্রিকা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যে মামলাটি নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গেছে তাতে এটিই বিবেচনার অনুরোধ করা হয়েছে যে গাজায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েল গণহত্যা চালাচ্ছে কিনা।

ইসরায়েল অবশ্য এটিকে শক্তভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, এটি সম্পূর্ণ 'ভিত্তিহীন'।

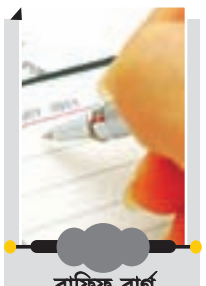

রাফিফ বার্গ
প্রাবন্ধিক

আন্তর্জাতিক বিচার আদালত হলো জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত, যার সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করে আইনি বিষয়ে পরামর্শ ভিত্তিক মতামত দেয়ার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসির মতো আইসিজে গণহত্যার মতো সর্বোচ্চ অপরাধের জন্যও কোনো ব্যক্তির বিচার করতে পারে না।

তবে এর মতামত জাতিসংঘ ও অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে বাড়তি গুরুত্ব বহন করে।

আইসিজে গণহত্যার অভিযোগের বিষয়ে মতামত দিতে পারে কারণ মামলাটির কোনো ফৌজদারি বিচার হচ্ছে না।

গণহত্যা কী এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলাটি কী

দক্ষিণ আফ্রিকার অভিযোগ গত সাতই অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল।

হামাসের শত শত বন্দুকধারী গাজা উপত্যকা থেকে গিয়ে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় তেরশ মানুষকে হত্যা করে এবং ২৪০ জনকে জিম্মি করে নিয়ে যায়।

এরপর গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরায়েল এবং হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসেবে ওই অভিযানে সেখানে তেইশ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে, যার বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

আইসিজেতে দক্ষিণ আফ্রিকা যে প্রমাণপত্র জমা দিয়েছে তাতে দাবি করা হয়েছে যে ইসরায়েলের যে কার্যক্রম তার সঙ্গে গণহত্যার বৈশিষ্ট্যের মিল আছে কারণ তারা ফিলিস্তিনিদের জাতীয়, জাতিগত এবং নৃগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশকে ধ্বংস করতে চেয়েছে।

ইসরায়েল গাজায় যা করেছে এবং যা করতে চেয়েছে উভয় ক্ষেত্রেই এ বক্তব্য তুলে ধরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

অর্থাৎ ইসরায়েল এখন যা করছে যেমন বিমান হামলা এবং যা করতে পারেনি তাহলো বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

এই মামলায় গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ্যে ইসরায়েল যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছে সেটিকে তুলে ধরা হয়েছে 'গণহত্যার অভিপ্রায়' এর প্রমাণ হিসেবে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুর করা কিছু মন্তব্যও আছে।

আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় 'জাতি, বর্ণ বা নৃগোষ্ঠী বা ধর্মীয় কোনো সম্প্রদায়কে আংশিক বা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে পরিচালিত একটি বা একাধিক কর্মকাণ্ডকে গণহত্যা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে'।

এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছে ঃ

কোনো গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা বা শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি।

কোনো গোষ্ঠীকে পুরোপুরি বা আংশিক ধ্বংস করা।

কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন জন্ম প্রতিরোধের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়া।

জোর করে এক গ্রুপের শিশুদের অন্য গ্রুপে স্থানান্তর করা।

গণহত্যার অভিযোগের জবাব ইসরায়েল কীভাবে দিচ্ছে

ইসরায়েল অনেকটা ক্ষুব্ধ হয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

মি. নেতানিয়াহু বলেছেন ঃ নো, দক্ষিণ আফ্রিকা, গণহত্যার অপরাধ আমরা করিনি, এটি করেছে হামাস।

তারা পারলে আমাদের সবাইকে হত্যা করতো।

বিপরীতে আইডিএফ (ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স) যতটা সম্ভব নৈতিকভাবে কাজ করার চেষ্টা করেছে।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে তারা অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে।

এর মধ্যে আছে ঃ

হামলার আগে সতর্কতা জারি করা

যেসব ভবন টার্গেট করা হয়েছিলো সেগুলো ছেড়ে দিতে বেসামরিক নাগরিকদের ফোনে অনুরোধ করা

বেসামরিক নাগরিকরা চলাচল করছে এমন সময়ে কিছু হামলার সিদ্ধান্ত বাতিল করা

এবং ইসরায়েল সরকার বারবার বলেছে তাদের লক্ষ্য হামাসকে ধ্বংস করা, ফিলিস্তিনের মানুষকে নয়।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের একজন মুখপাত্র বলেছেন মি. সুনাক বিশ্বাস করেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার মামলাটি 'পুরোপুরি অন্যায্য ও ভুল'।

এ ধরনের আইনি পদক্ষেপ শান্তি নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে না। যুক্তরাজ্য সরকার আন্তর্জাতিক আইনের কাঠামোর মধ্যে ইসরায়েলিদের নিজেদের রক্ষার অধিকারের সাথেই রয়েছে।

আদালত ইসরায়েলকে গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করাতে পারবে?

দক্ষিণ আফ্রিকা চায় আইসিজে ইসরায়েলকে 'অবিলম্বে গাজায় সামরিক অভিযান স্থগিত করতে নির্দেশ দিক'।

কিন্তু এটা অনেকটাই নিশ্চিত যে এমন কোনো নির্দেশ ইসরায়েল মেনে নিবে না এবং তাদের বাধ্যও করা যাবে না।

আদালতের নির্দেশ সংশ্লিষ্ট দুপক্ষের জন্য মান্য করার তাত্ত্বিক বাধ্যবাধকতা আছে কিন্তু বাস্তবে এটি প্রয়োগে বাধ্য করা যায় না।

২০২২ সালে আইসিজে রাশিয়াকে অবিলম্বে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান স্থগিত করতে বলেছিলো। কিন্তু সেই নির্দেশ উপেক্ষিতই থেকে গেছে।

সিদ্ধান্ত কখন আসবে?

দক্ষিণ আফ্রিকার অনুরোধের প্রেক্ষিতে আইসিজে দ্রুতই ইসরায়েলকে সামরিক অভিযান স্থগিত করতে বলতে পারে।

তত্ত্বগতভাবে এটি ফিলিস্তিনিদের এমন কিছু থেকে সুরক্ষা দিবে যা পরে গণহত্যা বলে ঘোষিত হতে পারে।

কিন্তু ইসরায়েল গণহত্যা করছে কিনা সে বিষয়ে আদালতের একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে কয়েক বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

কেন দক্ষিণ আফ্রিকা মামলাটি আদালতে আনলো?

এর কারণ গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের প্রচণ্ড সমালোচক দক্ষিণ আফ্রিকা।

দেশটির মতে জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের জেনোসাইড কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে তাদের কিছু করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এছাড়া ক্ষমতায় থাকা আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাবার দীর্ঘ ইতিহাস আছে।

তারা দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসিত সরকারের নানা জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিহাসের সঙ্গেই একে তুলনা করে।

তবে দেশটি সাতই অক্টোবরের হামলার নিন্দা করে জিম্মিদের মুক্তি দেয়ার দাবি জানিয়েছিলো।

গাজার জনগণকে হত্যার বিরোধিতাই একটি দেশ হিসেবে আমাদের আইসিজেতে আসতে পরিচালিত করেছে, বলেছেন প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা।

বর্ণবাদ, বৈষম্য এবং রাষ্ট্র পরিচালিত সহিংসতার শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জাতি হিসেবে আমরা নিশ্চিত যে আমরা ইতিহাসে সঠিক পাশেই থাকবো।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অজানা কিছু কথা

সুনীল কুমার দে

স্বামী বিবেকানন্দ শিবের অবতার ছিলেন।তাঁর মা ভুবনেশ্বরী দেবী বীরেশ্বর শিবের আরাধনা করে তাঁকে লাভ করেছিলেন তাই তাঁর নাম রেখেছিলেন বীরেশ্বর ওরফে বিলে।বিলে যখন খুব উৎপাত করতো মা ভুবনেশ্বরী শিব শিব বলে তাঁর মাথায় জল ঢালতেন তখন তিনি শান্ত হলেন।ভগবান রামকৃষ্ণ দেব নরেন কে সপ্তর্ষি মণ্ডলের প্রধান ঋষি বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ কে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন ও তাঁর সব তর্ক,যুক্তি ও সংশয় দূর করেছিলেন।নরেন্দ্রনাথ ২৪ বছর বয়সে মহাত্মা বুদ্ধ ও আদি শঙ্করাচার্য্যের মত সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।তাঁদের সাথে স্বামী বিবেকানন্দের সমানতা ছিলো।স্বামী বিবেকানন্দ পায়ে হেঁটে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পরিভ্রমন করে ভারতবর্ষ কে

আবিষ্কার করেছিলেন।তিনি ভারত ভ্রমন কালে বিবিদিশানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন।ধর্ম মহাসভায় যাওয়ার আগে রাজা অজিত সিং তাঁকে বিবেকানন্দ নাম দিয়ে ছিলেন।স্বামী বিবেকানন্দ কে বাঙালিরা নয় দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাসী ভক্তেরা চাঁদা করে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি রূপে আমেরিকার চিকাগো শহরে পাঠিয়ে ছিলেন।বোম্বাই থেকে আমেরিকায় যাওয়ার সময় জাহাজে জামশেদজী নসরবাঞ্জি টাটা সাহেবের সাথে পরিচয় হয়েছিলো।স্বামীজীর প্রেরণাতে টাটা সাহেব ভারতে শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় সনাতন হিন্দু ধর্ম ও ভারত বর্ষ কে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।স্বামী বিবেকানন্দ স্বাধীনতা আন্দোলনের পিতামহ ছিলেন।স্বামী বিবেকানন্দ কে বাদ দিয়ে ভারত বর্ষ কে ভাবা যায় না ও জানা যায় না।বিশ্ব জয় করে যখন দেশে তিনি ফিরে এসেছিলেন তখন দেশে তথাকথিত কোনো বাঙালিরা তাঁকে মালা পরায় নি,কোন সম্মান সভা করেন নি।আজ আমরা বাঙালীদের বিবেকানন্দ বলে গর্ব করি।স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা মৃত্যু ছিলো।তিনি দেহ রাখার আগে পাঁজি তে তাঁর শিষ্য কে দিয়ে লাল কালি দিয়ে ১৯০২ সালের ৪ জুলাই দাগ কাটিয়ে নিয়ে ছিলেন।বিশ্ব বিখ্যাত সন্ন্যাসী ও ভারত আত্মার মৃত্যু দিনের খবর কোনো সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় নি।তিনি বেশ কয়েকটি গম্ভীর রোগে আক্রান্ত ছিলেন কিন্তু প্রচন্ড আত্ম বিশ্বাসী,দৃঢ় চেতা,তেজস্বী,হাজির জবাবী,দেশ ভক্ত,মানব প্রেমী,বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন তিনি।তিনি ঘোড়া য় চড়া, অস্ত্র চালানো,যোগ ব্যায়াম সব কিছু জানতেন।তিনি একজন ভালো রাঁধুনি ছিলেন।খুব ভালো রান্না করতে পারতেন।তিনি একজন ভালো গায়ক ও ছিলেন।তিনি মধুর গান শুনিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ কে খুশি করতেন।তিনি গান রচনা ও করতেন।তিনি একজন ভালো বক্তা ছিলেন।বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি বিশ্ব জয় করেছিলেন।এমনি অচেনা ও অজানা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

সাময়িকী

ভোটে হারবেন না পুতিন, কিন্তু তাঁর ক্ষমতা দুর্বল হবে

গত ডিসেম্বরে ন্যূনতম যে সন্দেহ ছিল, তারও অবসান ঘটিয়ে ভ্লাদিমির পুতিন পঞ্চমবারের মতো রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিলেন।

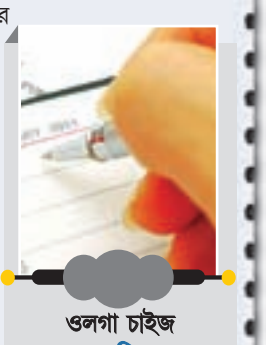

ওলগা চাইজ
প্রাবন্ধিক

নির্বাচনকে সামনে রেখে রাশিয়ায় আগামী কয়েক দিন প্রসাধনিক রূপান্তর চলবে। রাস্তাঘাট পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন করা হবে। ভবনগুলো নতুন করে রং করে ঝকঝকে, তকতকে করা হবে। অবসর ভাতাভোগীদের ভোটাধিকার প্রয়োগে উৎসাহ দিতে বিনা মূল্যে খাবার বিতরণ করা হবে। ভোট গ্রহণের দিনে ছাত্রছাত্রী ও সরকারি চাকুরেরা সারি বেঁধে ভোটকেন্দ্রের দিকে ছুটবেন তাঁদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করতে।

ভূমিধস বিজয় শেষে পুতিন এমন ভান করবেন যেন তিনি অপমানিত বোধ করেছেন। নির্বাচনে সম্ভবত ভোট পড়ার হার সব ইতিহাস ছাপিয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত যা অবস্থা, তাতে নির্বাচনটি ভোট চুরির নির্বাচন হতে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও নির্বাচনটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। পুতিন সেটা ভালো করেই জানেন। বিবেচনা করুন তো, কেন তিনি তাঁর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আলেক্সি নাভালনিকে প্রত্যন্ত আর্কটিক অঞ্চলের উপনিবেশে নির্বাসিত করে রেখেছেন।

কর্তৃত্ববাদী জামানার নির্বাচন নিছক নাটকের চেয়েও বেশি কিছু। নির্বাচন স্বৈরশাসকের ক্ষমতায় টিকে থাকার গুরুত্বপূর্ণ একটা হাতিয়ার। ভোট হচ্ছে গণনার বিষয়। কিন্তু একটা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে ভোট গণনা অনানুষ্ঠানিক বিষয়। সেই ভোটও গোনা হয় বন্ধ দরজার অন্তরালে।

কর্তৃত্ববাদী জামানার নির্বাচন নিছক নাটকের চেয়েও বেশি কিছু। নির্বাচন স্বৈরশাসকের ক্ষমতায় টিকে থাকার গুরুত্বপূর্ণ একটা হাতিয়ার। নির্বাচনটি যদি কার্যকরভাবে শেষ করা যায়, তাহলে এ ধরনের ভুয়া নির্বাচন শাসকগোষ্ঠীর কর্তৃত্বকে সংহত করে। আর নির্বাচনটা করতে যদি গুবলেট পাকিয়ে ফেলে, তাহলে পুরো শাসক চক্রকেই বিপদের মুখে পড়তে হয়।

ওপরের প্রলেপটা উঠিয়ে দিলে প্রত্যেক স্বৈরশাসকের চূড়ান্ত ক্ষমতার পেছনে যে সত্য লুকিয়ে থাকে, তা হলো কোনো শাসকই একা শাসন করতে পারে না। প্রত্যেক নেতা তাঁর ক্ষমতা ততক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি বিজয়ী জোটের এবং মূল নীতিনির্ধারকদের (যারা তার ক্ষমতা ধরে রাখা ও ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম) সমর্থন ধরে রাখতে পারেন।

একটা গণতান্ত্রিক দেশে জোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের সমর্থন থাকে। কিন্তু পুতিনের ক্ষেত্রে তাঁর ইনার সার্কেল বা ঘনিষ্ঠজনেরা ক্ষমতার উৎস। অর্থাৎ যেসব বন্ধু ও ইয়ার দোস্ত পুতিনের ক্ষমতার উত্থানে সহায়তা করেছেন এবং প্রতিদানে তিনি যাঁদের সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও শিল্পকারখানার শীর্ষ পদে বসিয়েছেন, এ ব্যবস্থায় তাঁরাই সর্বেসর্বা।

ভোট হচ্ছে গণনার বিষয়। কিন্তু একটা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে ভোট গণনা অনানুষ্ঠানিক বিষয়। সেই ভোটও গোনা হয় বন্ধ দরজার অন্তরালে।

নির্বাচন সামনে রেখে স্বৈরশাসক ও তাঁর ইনার সার্কেলের লোকজন তাঁদের মধ্যে হওয়া চুক্তি নবায়ন করেন। এই চুক্তি নবায়নের জন্য ইনার সার্কেলের লোকদের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করা হবে, সেই শক্তিসামর্থ্য দেখাতে হয় স্বৈরশাসককে। এর বিনিময়ে ইনার সার্কেল স্বৈরশাসকের প্রতি তাদের আনুগত্য অব্যাহত রাখে।

নিয়োগপ্রাপ্ত রাজনৈতিক কর্মীরা গিয়ে ভোট দেন, অলিগার্কিরা ভোটের প্রচারণায় অর্থ দেন আর নিরাপত্তা সংস্থার লোকজন দাঁড়িয়ে যান ভিন্নমতের লোকদের ধরে ধরে শায়েস্তা করতে।

জনগণ মানে ভোটারদের কাছে নেতাদের প্রত্যাশা হলো তাঁরা যেন শাসকগোষ্ঠীর প্রতি রাবারস্ট্যাম্প মার্কা সমর্থন অব্যাহত রাখেন। বিষয়টিকে খুব তুচ্ছ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটা সরকারের স্থিতিশীলতার গতিমুখ কোন দিকে যাচ্ছে, তা নির্ধারণে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নিপীড়ন ও প্রপাগান্ডার মিশ্রণে চালু থাকা একটা সরকার কার্যকর আছে, নাকি নতুন সরকার দরকার, এর প্রতিফলন এতে হয়।

এই যে একেবারে নীলনকশার নির্বাচনী যে প্রক্রিয়া, তাতে বিস্ময়কর কিছু ঘটার সুযোগ একেবারেই কম। এরপরও নেতা ও সমর্থকদের জন্য নির্বাচনের আগে ও পরের সময়টাতে একধরনের নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

২০১১ সালে রাশিয়ায় যে ব্যাপক কারচুপির নির্বাচন হয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবার্গের রাস্তায় বিক্ষোভ হয়েছিল। এর ফলে নাভালনি ও তাঁর শক্তিশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উত্থান হয়েছিল। যদিও সেই বিক্ষোভ একসময় দমন করা গিয়েছিল। কিন্তু সেটা যে সব সময় করা সম্ভব, তা অবশ্য নয়।২০০৫ সালে ইউক্রেনের ঘটনাই ধরা যাক। পুতিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র ভিক্তর ইয়ানুকোভিচ সে সময় ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী। নির্বাচনের কারচুপির অভিযোগে যে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছিল, তাতে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল তাঁকে।

এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পুতিন তাঁর দমনযন্ত্র আরও শক্তিশালী করেছেন, যাতে করে রাশিয়ায় জনগণ যেন বিক্ষোভের কোনো সুযোগ না পান।

২৫ বছর ধরে স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর প্রধান হিসেবে পুতিন ভালো করেই জানেন, নির্বাচনকে কী করে নিজের সুবিধায় ব্যবহার করতে হয়। বিরোধীদের ওপর হুমকি দিয়ে, তাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে এবং দলে অন্তর্ভুক্ত করে প্রার্থীদের কাউকে কাউকে বসে যেতে আর কাউকে কাউকে নির্বাচনে যেতে বাধ্য করা হয়।পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে রাশিয়ার অর্থনীতি আবার পুনর্গঠিত হতে দেখা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে পুতিন যথেষ্ট শক্তিশালীই রয়েছেন। রক্ষণশীল মতাদর্শ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি নস্টালজিয়ার কারণে পুতিন ও তাঁর অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে কারও ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ঘুম কামাই হচ্ছে, এমনটা নয়। এরপরও পুতিন পুরোপুরি নিরাপদ নন। ভাগনারপ্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের রহস্যময় মৃত্যুর ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে পুতিন এ ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে চান এবং নির্বাচনের আগে যেকোনো মূল্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চান।কিন্তু পুতিন চাইলেই কি বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে পারবেন? ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের মুখে পড়া, মূল্যস্ফীতি অথবা দুর্নীতির নানা কেলেঙ্কারি রুশ অভিজাতদের মধ্যে রুশদের অবস্থান দুর্বল করে দিতে পারে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyakhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আসন্ন ২০২৪ লোকসভার নির্বাচনের জন্য বিজেপি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাহুল গান্ধী ফিরে যাবার পর আসনের সংখ্যা সাড়ে এগারোটি থেকে ১২ টা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ঠিক দুই দিন আগেই লোকসভা নির্বাচনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ময়দানে নেমেছে রাজ্য বিজেপি। দলটির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার অসম সফর শেষ হওয়ার পর এবার নির্বাচনের জন্য দল সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বিজেপির সব কিছু প্রস্তুত রয়েছে। সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। এমনকি মিত্রতা ঘিরে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য প্রার্থীদের নাম পর্যন্ত ঠিক হয়ে রয়েছে। তাছাড়া নিজের সাড়ে এগারোটি আসনের স্থিতিতে অটল রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে রাহুল গান্ধীর যাত্রার শেষে রাজ্য থেকে তিনি ফিরে যাওয়ার পর এই সংখ্যা ১২ হয়ে যেতে পারে বলেও মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত নির্বাচনের প্রাক মুহুর্তে দুই দিনের রাজ্য সফরে এসেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। মূলত সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রসাদ নাড্ডার হাত ধরে অবশেষে আনুষ্ঠানিক ভাবে লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে গেরুয়া দলটি। গুয়াহাটি মহানগরের শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত দলের কার্য নির্বাহক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। রাজ্য বিজেপির কার্য নির্বাহক বৈঠকে উপস্থিত থেকে সর্বভারতীয় সভাপতি অসমের নেতাকর্মীদের যথেষ্ট সম্মান জানিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এরপর দলের মুখ্য কার্যালয় সহ মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় এরপর দলের বেশ কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি।

এরই মধ্যে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র বিজেপি নয় বরং মিত্র জোটে থাকা প্রতিটি দল সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। মিত্র জোটে থাকা দলগুলোর মধ্যে সব ধরনের আলোচনা বিবেচনা সম্পূর্ণ হয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য মিত্র জোটের প্রার্থী ঠিক হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ দলগুলো কয়টি আসনে নির্বাচনে অবতীর্ণ হবে কিংবা প্রার্থী কে হবেন প্রতিটি বিষয়ে চূড়ান্ত হয়ে রয়েছে। এবার যে কোনদিন সাংবাদিকদের ডেকে এনে এ বিষয়টি ঘোষণা করলেই কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে

মন্তব্য করেছেন তিনি। লোকসভা নির্বাচন ঘিরে বিজেপি এবং মিত্র জোট সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে বলে তিনি জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সরকার যাবতীয় প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করবে। রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্প গুলো এখনো শুরু করা হয়নি কিংবা পেন্ডিং রয়েছে প্রতিটি প্রকল্প ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর ১৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার যাবতীয় প্রকল্প সম্পর্কে সজাগতা এবং সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত করবে। এটা বিকশিত পক্ষ হিসেবে পালন করা হবে। একই সঙ্গে বিজেপি দলীয় সাংগঠনিক শক্তি অধিক শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈঠক আযোজন করবে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সেই সময়ে অসম বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন অব্যাহত থাকবে। ফলে বাজেট অধিবেশনের সঙ্গে দলের প্রস্তুতি একই সঙ্গে চলতে থাকবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

অন্যদের লোকসভা নির্বাচন ঘিরে ফলাফলের ক্ষেত্রে বিজেপি মিত্র জোটের সাড়ে এগারোটি আসনের স্থিতিতে অটল রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এখনো সাড়ে এগারোটি আসনে রয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্র জোট। তবে রাহুল গান্ধীর নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন একজন তো অসমে আসছেন। এই ব্যক্তি যেখানেই যান সেখানেই বিজেপির লাভ হয়। বিজেপির ভোট বেড়ে যায়। ফলে এই ব্যক্তি যাত্রার করে রাজ্য থেকে ফিরে যাওয়ার পর বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্র জোটের এই সংখ্যা ১২ হয়ে যেতে পারে বলেও আশা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে আপাতত তিনি সাড়ে ১১ টি আসনেই অনড় রয়েছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অযোধ্যায় রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অসমে একাধিক আধ্যাত্মিক কার্যসূচির আয়োজন বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

১৮ থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি ধর্মীয় স্থানে স্বচ্ছ তীর্থ উৎসব

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ২২ জানুয়ারি ২০২৪। এই দিনটির অপেক্ষায় রয়েছে সারা ভারতবাসী। এমনকি শুধুমাত্র ভারত নয়, সারা বিশ্বে বসবাসকারী প্রতিজন ভারতীয়র জন্য এটা এক শুভক্ষণ। অযোধ্যায় রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অসমে একাধিক আধ্যাত্মিক কার্যসূচির আযোজন করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। একইভাবে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির আহ্বান অনুযায়ী ১৮ থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি ধর্মীয় স্থানে স্বচ্ছ তীর্থ উৎসব পালন করা হবে।

প্রসঙ্গত ৫০০ বছর ধরে লড়াই করার পর অবশেষে আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরে ভগবান গ্রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি। এক্ষেত্রে অযোধ্যার রাম মন্দিরে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় যাবতীয় প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে। তবে মন্দিরের প্রস্তুতি অব্যাহত থাকার মধ্যে এই বিষয় নিয়ে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক রাজনীতি শুরু হয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে দেশের খেলোয়াড়, উদ্যোগপতি, অভিনেতা সমাজসেবক সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এমন কি দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতাদেরও একইভাবে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে রাম মন্দির কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বামপন্থী দলগুলোর পাশাপাশি কংগ্রেস এই নিমন্ত্রণ খারিজ করে দেওয়ার ফলে ইতিমধ্যে এই বিষয়টি ঘিরে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এমনকি এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেস নেহেরুকে অনুসরণ করে হিন্দু বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে ফের একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ স্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসবকে কেন্দ্র করে সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় নানা কার্যসূচি নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই অসম। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে অসমে নানা আধ্যাত্মিক কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এক লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন থেকে রুদ্র অভিষেক পর্যন্ত বহু ধরনের কার্যসূচির জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে অসম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বান অনুযায়ী ১৮ থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি ধর্মীয় স্থানে স্বচ্ছ তীর্থ উৎসব পালন করা হবে। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্যের প্রতিটি মন্দিরে নামঘরে ১৮,১৯,২০, ২১ জানুয়ারি দলের কার্যকর্তারা স্বচ্ছ ভারত অভিযান চালাবেন। তাছাড়া মন্দিরে নামঘরে নাম সংকীর্তনের আযোজন করা হবে বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ২২ জানুয়ারি সকালে প্রত্যেকে একত্রিত হয়ে কোনো না কোনো ধর্ম ক্ষেত্রে বসে অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসব একত্রিত ভাবে সকলে প্রত্যক্ষ করবেন। একই দিন সন্ধ্যার সময় বিভিন্ন নামঘরে মা মাতৃ দের একটি করে সরাই দেওয়া হবে। তাছাড়া ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব রাজ্যের প্রতিটি মন্দির নামঘরে সন্ধ্যায় নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে উদযাপন করা হবে। এক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং আশীর্বাদ করার জন্য মা মাতৃ দের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী যেমন আগামী ২১ এবং ২২ জানুয়ারি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আলোকসজ্জার মাধ্যমে উজ্জ্বল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২২ জানুয়ারি প্রত্যেকের বাড়িতে প্রদীপ জ্বালাতে বলেছেন। ফলে ২১ এবং ২২ জানুয়ারি রাজ্যের বিভিন্ন বাজার, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হবে বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে আগামী ২২ জানুয়ারি রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যে ড্রাই ডে ঘোষণা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিকে গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ঠ মন্দিরে এক লক্ষ প্রদীপ প্রজ্বলন কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সাধারণ জনতা সহায় সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে বশিষ্ঠ মন্দির কর্তৃপক্ষ। সেদিন বহু ব্যক্তির প্রযোজন হবে। ফলে প্রত্যেককে আগামী ২২ জানুয়ারি বিকেল চারটা নাগাদ বশিষ্ঠ মন্দির চত্বরে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। তেজপুরের মহাভৈরব মন্দিরে রুদ্র অভিষেক এবং ১১০০ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হবে বলে ইতিমধ্যে নির্ধারণ করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে যুব মোর্চার ন্যূনতম ১০০০ টি বাইকের মাধ্যমে রেলি আযোজন করা হবে বলে ইতিমধ্যে জানিয়ে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষাবাহিনীর দ্বারা যাত্রীদের চুরি যাওয়া প্রায় ২.৯২ লক্ষ টাকার সামগ্রী উদ্ধার

সব্যসাচী দে

মালিগাঁও ঃ ১০ও ১১ তারিখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) নিজেদের জোনের মধ্যে নিয়মিত তল্লাশি অভিযানের সময় যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে ০৭ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে এই তল্লাশি অভিযানের সময় আরপিএফ গুয়াহাটি, জাগীরোড, লামডিং, নিউ কোচবিহার ও চাপরমুখ রেলওয়ে স্টেশন থেকে সফলভাবে প্রায় ২.৯২ লক্ষ টাকার মূল্যবান সামগ্রী

উদ্ধার করে। ১০জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় গুয়াহাটির আরপিএফ টিম গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় প্রায় ২০,০০০ টাকা মূল্যের দুটিচুরি যাওয়ামোবাইল ফোন সহ একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

একই দিনে আলিপুরদুয়ারের আরপিএফ যৌথভাবে নিউ কোচবিহারের আরপিএফএর সাথে নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালায় এবং প্রায় ২.৩২ লক্ষ টাকা মূল্যের চুরি যাওয়া আটটি মোবাইল ফোন সহ একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

১১জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে চাপরমুখের আরপিএফ টিম জাগীরোড রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি অভিযান চালায় এবং প্রায় ১০,০০০ টাকা মূল্যের একটিচুরি যাওয়া মোবাইল ফোন সহ একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

পরে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ধৃত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট জিআরপিএর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের আরপিএফ রেলযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজের পাশাপাশি রেলব্যবহারকারীদের দিকনির্দেশ এবং সাহায্য প্রদানের জন্য সবসময় প্রস্তুত। ট্রেনে যাত্রা করার সময় কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে রেল যাত্রীরা ১৩৯ (টোলফ্রি) নম্বরে কল করতে পারেন।

টুকরো খবর

সরকারি কর্মচারী, শিক্ষকশিক্ষাকর্মী, ডাক্তার, নার্স, বিদ্যুৎ, পঞ্চায়েত কর্মচারী সহ বিভিন্ন

কলকাতা ঃ এই রাজ্যে সরকারি কর্মচারী শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষাকর্মী, আদালত কর্মচারী, পৌর ও পঞ্চায়েত কর্মচারী সহ সরকার পোষিত সমস্ত সংস্থার কর্মচারীসহ কয়েক লক্ষ পেনশনারদের মহার্ঘ ভাতা ডিয়ারনেস রিলিফের বঞ্চনা অতীতের সমস্ত নজির ছাপিয়ে আজ তার বকেয়া দাঁড়িয়েছে ৪৬ শতাংশে। ফলস্বরূপ, সর্বনিম্ন বেতনের একজন কর্মচারী প্রতিমাসে অন্তত ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা মহার্ঘভাতা বাবদ কম পাচ্ছেন। আমরা জানি, মহার্ঘ ভাতা ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে বেতনের যে অবনমন হয়, তার আংশিক ক্ষতিপূরণ মাত্র। তাই মহার্ঘভাতার কিস্তি বা শতাংশ বৃদ্ধি মানে কোন বেতন বৃদ্ধি নয়। আর এই বঞ্চনা নিরসনে কর্মচারীদের আে–দালন সেই ১৯৫৬ সাল থেকে চলছে। কর্মচারী আে–দালনের চাপে সরকার মাঝে মাঝে বিভিন্ন কিস্তি মহার্ঘ ভাতা দিতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমান সময়ে শক্তিশালী আে–দালনের অভাবে সরকার কর্মচারী তথা পেনশনারদের এই বঞ্চনার প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন চলেছে। শুধু বাইরের আে–দালন নয়, মহার্ঘ ভাতার দাবিতে আদালতেও আইনি লড়াই চলছে ২০১৬ থেকে, তা আজ দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারাধীন। এক বছর অতিক্রান্ত হলেও শীর্ষ আদালতে এ পর্যন্ত কোনো শুনানি হতে পারেনি। তার পূর্বে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ উল্লেখযোগ্য রায়ে বলেন, মহার্ঘ ভাতা কর্মচারীর হকের পাওনা শুধু নয়, সাংবিধানিক অধিকার এবং মৌলিক অধিকারও। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়ছে। মামলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা সকলে দিন গুনছি। পশ্চিমবঙ্গের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিও এ আই সি পি আই অনুযায়ী তাদের কর্মচারী, শিক্ষক সহ সমস্ত অংশের সরকারি শ্রমজীবী মানুষ ও পেনশনারদের অনেক বেশি মহার্ঘ ভাতা দিয়ে থাকেন। কোনো কোনো রাজ্য ৪০ বা ৪৬ শতাংশ পর্যন্ত মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী ও পেনশনাররা তো প্রাপ্য দিবস থেকে ৪৬ শতাংশ মহার্ঘ ভাতাডিয়ারনেস রিলিফ পাচ্ছেন এবং তা পেয়ে আসছেন নিয়মিতভাবে। মহার্ঘ ভাতা ডিয়ারনেস রিলিফ না দেওয়ার যুক্তি হিসেবে রাজ্য সরকার বলছে কেন্দ্রের লক্ষ কোটি টাকা বঞ্চনা। অন্যদিকে অন্যান্য রাজ্য সরকার তাদের রাজ্যের উন্নয়নমূলক এবং সমাজ কল্যাণমূলক সমস্ত কর্মকান্ড বজায় রেখেও নিজ নিজ রাজ্যে সরকারি কর্মচারী শিক্ষক ও সমস্ত অংশের সরকারি শ্রমজীবী মানুষকে ও পেনশনারদের মহার্ঘ ভাতা ও ডিয়ারনেস রিলিফ দিতে পারছেন কী করে? এই বিষয়গুলো আমাদের মনে কি ধাক্কা দিচ্ছে না? রাজকোষে ঘাটতি থাকলে এই সরকার সম্প্রতি বিধায়কদের প্রতি মাসে ৪০ হাজার টাকা এবং মন্ত্রীদের ৫০ হাজার টাকা ভাতা বৃদ্ধি করেন কীভাবে? সরকারি তহবিলের অর্থ অপচয় শুধু নয়, চুরি দুর্নীতি এসব চলছে লাগামহীন ভাবে। আরো একটি বিষয় এখানে স্মরণ করা যেতে পারে রাজ্যের ৫ম বেতন কমিশন সেই ২০০৯ সালে বছরে দুই কিস্তি মহার্ঘভাতা, একটি ১লা জানুয়ারিতে এবং অপরটি ১লা জুলাইতে নিয়মিত দেওয়ার পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন। পূর্বতন এবং বর্তমান কোন সরকারই এই সুপারিশের মান্যতা প্রদান করেননি। পরবর্তীতে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন গঠিত হয়েছিল ২০১৬ সালে। তার রিপোর্ট কোথায়? আমরা কেউ তা জানি না। তথ্য জানার অধিকার আইনের ভিত্তিতে দায়ের করা

বনগাঁ সন্দেশখালি কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট তলব

কলকাতা ঃ কেন্দ্রীয় সরকার প্রায়শই এই ধরনের একাধিক রিপোর্ট চেয়ে পাঠায়। রাজ্য সরকার সেই মতো রিপোর্ট দিয়ে দেয়। রাজ্য সরকার কোন অন্যায় করে না অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট চাওয়া নিয়ে অত মাথাব্যথার কারণ নেই,, সাফ জানালেন ফিরহাদ। ইডি আধিকারিকদের ওপর আক্রমণ এরপর খোদ ডিজি পুলিশ বলা সত্ত্বেও কেন এখনো পর্যন্ত শেখ শাজাহান কে গ্রেপ্তার করা গেল না সে প্রশ্নের উত্তর এড়ালেন ফিরহাদ। এই ঘটনা সম্পর্কে এবং গ্রেপ্তারের বিষয় সম্পর্কে তার কোন আইডিয়া নেই বলেও এদিন জানালেন ফিরহাদ। রাজ্যপাল কে এরাজ্যের ঘটা বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে মুখ খুলতেই হবে। তার কারণ উনি উত্তরপ্রদেশ গুজরাট বা অন্য কোন রাজ্য নিয়ে কথা বলার সাহস দেখাতে পারবেন না। যদিও আমাদের সরকার কোন ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির আধিকারিকদের ওপর কোন ধরনের আক্রমণ কে সমর্থন করেনা। কিন্তু এর থেকেও জঘন্য অপরাধ সংগঠিত হয়েছিল বিলকিস বানুকে রেপ করার মধ্য দিয়ে। এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জয় পা জ্বালা জড়িত ছিল তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে যেভাবে মক্কার জনক ভাবে গুজরাট সরকার ছেড়ে দিয়েছিল তাকে আটকাতে অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের দারস্ত হতে হয়েছিল। এই ধরনের জঘন্য অপরাধ নিয়ে রাজ্যপাল বা কাউকে সেভাবে প্রতিবাদে স্বরূব হতে দেখা যায়নি। একমাত্র এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বে–দ্যাপাধ্যায় এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে স্বরব হয়েছিলেন। বিজেপিকে কটাক্ষ ফিরহাদের। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রধান হিসাবে, রাজ্যের যে কোন জেলায় যে কোন প্রান্তে উনি যেতে পারেন, প্রশাসনিক বৈঠক করতে পারেন, দলীয় সাংগঠনিক বৈঠক করতে পারেন। যদিও যে কোনো বিষয় নিয়ে পার্লামে–ট সরব হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে যাওয়ার প্রযোজন নেই। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের দলের সাংসদরা পার্লামে–ট প্রতিবাদে সরব হওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে। আমরা একত্রিতভাবে পার্লামে–ট এবং এরা যে বিজেপিকে রুখবো এই সামর্থ্য আমাদের আছে,, মত ফিরহাদের। উত্তরপ্রদেশে কি জঙ্গি ধরা পড়েছে সে সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। যদিও বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো একটি সম্প্রদায়কে আক্রমণ করা ও তাদেরকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করা। সাম্প্রদায়িকতার তকমা টেনে ফের বিজেপিকে দাগলেন ফিরহাদ।

ন্যায্য মূল্যের ডায়াগনস্টিক সেন্টারের শুভসূচনা করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা ঃ ন্যায্য মূল্যের ডায়াগনস্টিক সেন্টার শুরু করল কলকাতা পৌর সংস্থা। স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের থেকে বেশি প্রায় ৬২ শতাংশ কমে যেকোনো স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। বুধবার খিদিরপুর অঞ্চলের বোরো ৯ অন্তর্গত ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডের মানসত্তালা লনে এই ন্যায্য মূল্যের ডায়াগনস্টিক সেন্টারের শুভসূচনা করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, স্থানীয় কাউন্সিলর রেহানা শামীম খান , বোরো চেয়ারম্যান দেবলীনা বিশ্বাস, অসীম বসু সহ কলকাতা পৌর সংস্থার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুব্রত রায় চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এদিন এই প্রথম ন্যায্য মূল্যর ডায়াগনস্টিক সেন্টারের এমআরআই, ডিজিটাল এক্সরে, সি টি স্ক্যান এবং ইউ এস জি করা হবে। মাত্র ২২৬ টাকায় সি টি স্ক্যান এবং মাত্র ৯৪০ টাকায় এমআরআই করা যাবে বলে জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সাথীর নির্ধারিত মূল্যর থেকে ৬২ কমে সাধারণ মানুষ পরিষেবার লাভ তুলতে পারবেন বলে জানান মেয়র। এই ন্যায্য মূল্যের ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সমস্ত পরীক্ষা নিরক্ষা করার জন্য তার মূল্য বোর্ডে দেওয়া রয়েছে বলে জানান তিনি। তার দাবি ভারতবর্ষে এই প্রথম ন্যায্য মূল্যর ডায়াগনস্টিক সেন্টার করা হল। বুধবার এই ন্যায্য মূল্যের ডায়াগনস্টিক সেন্টারের আনুষ্ঠানিক ভাবে শুভসূচনা করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা পৌর সংস্থার উদ্যোগে সরকারি হাসপাতাল থেকে ও প্রায় অর্ধেক মূল্য এবার ন্যায্য মূল্যের ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে পরিষেবা পাবেন সাধারণ মানুষ। ফলে কলকাতা পৌর সংস্থার এই প্রচেষ্টায় খুশি এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ।

দুই হাত নেই, আমিরের ব্যাটিং দেখে তবু মুগ্ধ টেন্ডুলকার

জম্মু ঃ 'অসম্ভবকে সম্ভব করেছে আমির। এটা (ভিডিও) দেখে আমি খুব আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছি। এটা খেলার প্রতি তার ভালোবাসা এবং সে জন্য তার আত্মত্যাগেরই প্রকাশ। আশা করি, একদিন তার সঙ্গে দেখা করে তার নাম লেখা একটি জার্সি নেওয়ার সুযোগ হবে।

খেলাটিকে ভালোবাসা লাখ লাখ মানুষকে প্রেরণা দেওয়ার এই কাজটা দারুণ'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'এ শচীন টেন্ডুলকারের পোস্ট। পোস্টটি তিনি দিয়েছেন ভারতীয় বার্তা সংস্থা 'এএনআই'এর একটি ভিডিও শেয়ার করে। ভিডিওতে দেখা যায়, টেন্ডুলকারের নামাঙ্কিত ভারতীয় দলের জার্সি পরা একজন কংক্রিটের নেটে ব্যাটিং অনুশীলন করছেন। লোকটির দুই হাতের কোনোটিই নেই!

ভিডিওটি না দেখে থাকলে প্রশ্ন করতেই পারেন হাত নেই, তাহলে ব্যাট করছেন কীভাবে? ৩৪ বছর বয়সী আমির হোসেইন লোনের ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসাটা লুকিয়ে এই প্রশ্নের উত্তরেই। কাশ্মীরের ওয়াঘামা গ্রামে জন্ম আমিরের।

এখন তিনি জম্মু ও কাশ্মীর প্যারা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। বাবার কারখানায় ৮ বছর বয়সে এক দুর্ঘটনায় দুই হাত হারিয়েছিলেন। কিন্তু ইচ্ছে থাকলে কী না হয়! ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা থেকেই নিজের শারীরিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও খেলার উপায় বের করে নিয়েছেন আমির। ২০১৩ সালে পেশাদার ক্রিকেটে যাত্রা শুরু করা আমির বল করেন পা দিয়ে, ব্যাটিং করেন কাঁধ ও ঘাড় দিয়ে ব্যাট ধরে!

বাকি গল্প বলার আগে তাঁর ব্যাট করার ধরনটা একটু বুঝিয়ে বলা যাক। কাঁধ ও ঘাড় দিয়ে ব্যাটের হাতল চাপ দিয়ে ধরে স্ট্যান্স নেন আমির। চোস্ত ব্যাটসম্যানের মতোই সামনে পা নিয়ে ব্যাট করেন। তখন আমিরকে দেখতে পরিপূর্ণ ব্যাটসম্যানের চেয়ে কম কিছু মনে হয় না! বিশেষ করে তাঁর সামনের পায়ের ডিফেন্স। ব্যাটের হাতলটা কাঁধ ও ঘাড়ের চাপে ধরা থাকে বলে স্বাভাবিক ব্যাটসম্যানদের মতো সব শট যে খেলতে পারেন না, সেটা না বললেও চলে। ভাগ্যই তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি।

তবে এই দুর্ভাগ্যের জন্য আমির জীবনের ব্যাপ্তি ছেঁটে ফেলেননি। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' জানিয়েছে, আমিরের ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা এবং এই খেলায় তাঁর প্রতিভা প্রথম আবিষ্কার করেন এক শিক্ষক। এরপর সেই শিক্ষক তাঁকে প্যারা ক্রিকেটের (শারীরিক প্রতিবন্ধী) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। নিজের জীবন নিয়ে এএনআইকে আমির বলেছেন, 'দুর্ঘটনার পর আমি আশা হারাইনি। কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমি নিজেই সব করতে পারি। কারও ওপর নির্ভরশীল নই। দুর্ঘটনার পর কেউ আমাকে সাহায্য করেনি, এমনকি সরকারের কাছ থেকেও সাহায্য পাইনি। তবে পরিবার সব সময়ই আমার সঙ্গে ছিল।' আমিরকে কাঁধ ও ঘাড়ের সাহায্যে তাঁকে ব্যাটিং করতে দেখে অবাক হন অনেকে। এ নিয়ে আমির বলেছেন, '২০১৩ সালে দিল্লিতে আমি জাতীয় পর্যায়ে খেলেছি। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলি। এরপর আমি নেপাল, শারজা ও দুবাইয়ে খেলেছি। পা (বোলিং) এবং কাঁধ ও ঘাড়ের ব্যবহারে (ব্যাটিং) খেলতে দেখে সবাই খুব অবাক হতো। ক্রিকেট খেলার এই শক্তি দেওয়ার জন্য আমি সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই।' আমির জানিয়েছেন, তিনি যেখানেই খেলতে যান, সবার প্রশংসা পান, 'আমি সব জায়গাতেই আমার খেলার প্রশংসা শুনেছি। এটা সৃষ্টিকর্তার অবদান। তিনি আমাকে কঠোর পরিশ্রমের ফল দিয়েছেন। পা দিয়ে বল করা খুবই কঠিন, কিন্তু আমি সে দক্ষতা অর্জন করেছি। আমি নিজেই সব কাজ করি এবং সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কারও ওপর নির্ভরশীল নই।' আমির জানিয়েছেন, ভারতের প্রযোজনা সংস্থা পিকল এন্টারটেইনমেন্ট তাঁর জীবন নিয়ে একটি সিনেমা বানাচ্ছে, 'পিকল এন্টারটেইনমেন্ট আমার জন্য সিনেমা বানাচ্ছে। দিনতারিখ শিগগিরই জানানো হবে। একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, সেখানে ভিকি কৃশলও (অভিনেতা) ছিলেন এবং তারা আমার অভিযাত্রা শুনে অবাক হয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, আমার জন্য সিনেমা বানাবেন।' নিজের এবং দলের সবার পছন্দের ক্রিকেটারের নামও জানিয়েছেন আমির, 'শচীন টেন্ডুলকার ও বিরাট কোহলি আমাদের পছন্দের ক্রিকেটার। সৃষ্টিকর্তা চাইলে দ্রুতই তাদের সঙ্গে দেখা হবে।'

এমবাপ্পেকে হুমকি দিয়েছিলেন মা, কাজ বন্ধ করে মালদ্বীপে চলে যাব

প্যারিস ঃ ফুটবলারদের সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের খবর প্রায়ই শোনা যায়। সমাজে পিছিয়ে পড়া এবং অবহেলিত মানুষদের জন্য নিজেদের জায়গা থেকে কাজ করার চেষ্টা করেন তাঁরা। লিওনেল মেসিক্রিস্টিয়ানো রোনালদোসাদিও মানেদের এমন সামাজিক কার্যক্রমের কথা নিয়মিতই সংবাদের শিরোনাম হয়। তেমনই এক প্রকল্পের কারণে ভিন্নভাবে আলোচনায় এসেছেন এমবাপ্পে। ফরাসি তারকার নেতৃত্বে পরিচালিত হয় 'ইনস্পায়ার্ড বাই কেএম' নামে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান। চারটি মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় এই প্রতিষ্ঠান ঃশেখা, বোঝা, ভাগাভাগি করা এবং ছড়িয়ে দেওয়া। সামাজিক বিভিন্ন স্তরের ৯ থেকে ১৬ বছর বয়সী ৪৯ ছেলে এবং ৪৯ মেয়েকে কাজ করা হয় 'ইনস্পায়ার্ড বাই কেএম'। যেখানে পেশাদার প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে বাচ্চাদের ভাষা শেখানো, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া আয়োজন এবং মাস্টারক্লাসসহ নানা ধরনের কার্যক্রম এ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি। নিজের আয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত লভ্যাংশের ৩০ শতাংশ অনুদান হিসেবে দিয়ে থাকেন বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি তারকা। সম্প্রতি 'ইনস্পায়ার্ড বাই কেএম' প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে যাত্রা শুরু করেছিল, সেই ঘটনা সামনে এনেছেন এমবাপ্পের মা ফাইজা লামারি। টেলিভিশন চ্যানেল ফ্রান্স টু'র 'এনভয়ে স্পেশাল' অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'তাকে (এমবাপ্পে) বলেছি, ''আমি ৩০ শতাংশের নিচে হলে কিছু করব না। আমি কাজ বন্ধ করে দেব, এরপর সবাই যা করে, তাই করব। ছুটি কাটাতে মালদ্বীপ চলে যাব। তোমার জন্য কোনো কাজ করব না।' ছেলের সঙ্গে 'ইনস্পায়ার্ড বাই কেএম' নিয়ে যে দরকষাকষি হয়েছে, সেটা নিয়ে ফাইজা আরও বলেন, 'শুরুতে আমি তাকে ৫০ শতাংশে খরচের কথা বলেছি। কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়, ৩০ শতাংশ অনুদান দেওয়া হবে।' 'এনভয়ে স্পেশাল' অনুষ্ঠানে দেওয়া ফাইজার সাক্ষাৎকারের সংক্ষেপিত অংশ সম্প্রতি প্রকাশ করেছে লা পারিসিয়াঁ। যেখানে এমবাপ্পের অলাভজনক প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন ফাইজা। পুরো সাক্ষাৎকারটি প্রচারিত হবে ১৮ জানুয়ারি। এদিকে এই মুহূর্তে এমবাপ্পের দলবদল নিয়ে চলছে তুমুল আলোচনা। জুনে পিএসজির সঙ্গে শেষ হবে তাঁর চুক্তি। তবে এই ফরাসি তারকা চাইলে এখনই সেরে রাখতে পারবেন চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা। শোনা যাচ্ছে, রিয়াল মাদ্রিদ তাঁকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় বেঁধে দিয়েছে। অন্যদিকে পিএসজি সভাপতি নাসের আল খেলাইফি বলেন, 'কিলিয়ান পিএসজিতেই থাকুকএই চাওয়া আমি লুকাব না। কিলিয়ান বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় এবং প্যারিস তার জন্য সেরা ক্লাব।' তবে এমবাপ্পে বলেছেন, তিনি এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি।

এক পাইলটের ব্যাটে জিম্বাবুয়ের প্রথম ত্রিশতক

জিম্বাবুয়ে ঃ আন্তম নাকভি, নামটা শুনেছেন কখনো? বোধ হয় না। মন খারাপ করার কিছু নেই। ক্রিকেটের আঙিনাতেও খুব পরিচিত কেউ নন তিনি। এক্সে তাঁর অনুসারী ৫৮৮ জন। ইনস্টাগ্রামে আরও কম ৫০৭।

তবে এবার তিনি যে কীর্তি গড়েছেন তাতে অনুসারীর সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই বাড়ার কথা। পরিচিতিও। জিম্বাবুয়ের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট টুর্নামেন্ট লোগান কাপের ম্যাচে অপরাজিত ৩০০ রানের ইনিংস খেলেছেন নাকভি। যা জিম্বাবুয়ের কোনো দলের হয়ে যে কোনো ধরনের স্বীকৃত ক্রিকেটে প্রথম ত্রিশতক।

নাকভির জন্ম জিম্বাবুয়েতে নয়, বেলজিয়ামে। পড়াশোনা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে। তিনি আবার বাণিজ্যিক পাইলটও। আর এই পরিচয়টা তিনি দিতেও পছন্দ করেন। সে কারণেই তো এক্স, ইনস্টাগ্রামে ক্রিকেটার পরিচয়ের সঙ্গে পাইলটও পরিচয় দেওয়া আছে। তবে ক্রিকেটটাও যে বেশ ভালোই খেলেন, সেটির অন্যতম প্রমাণ মিড ওয়েস্ট রাইনোজের অধিনায়ক তিনি।

নাকভি দ্বিতীয় প্রবাসী ক্রিকেটার যিনি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ত্রিপল সেঞ্চুরি করলেন। এর আগে ১৯৩২ সালে পানামায় জন্ম নেওয়া জর্জ হেডলি জ্যামাইকার হয়ে অপরাজিত ৩৪৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন।

কাল হারারেতে লোগান কাপে মাটাবেলেল্যান্ড টাস্কার্সের বিপক্ষে মিড ওয়েস্ট রাইনোজের হয়ে যখন নাকভি তৃতীয় দিন ব্যাটিং করতে নামেন ততক্ষণে তাঁর ২৫০ রান ছাড়িয়ে গেছেন। এরপর মধ্যাহ্নভোজের আগেই তিনি ছক্কা মেরে ৩০০ রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন। ৪৪৪ মিনিট ক্রিজে কাটিয়ে ২৯৫ বলে ৩০০ রানের ইনিংসটিতে ছিল ৩০টি চার ও ১০ ছয়। ত্রিশতক হওয়ার পরপরই ইনিংস ঘোষণা করে দেয় মিড ওয়েস্ট রাইনোজ।

লোগান কাপে সর্বোচ্চ ২৬৫ রানের রেকর্ড ছিল সেফাস ঝুয়াওয়ের। ২০১৭-১৮ মৌসুমে এই ইনিংসটি খেলেছিলেন তিনি। জিম্বাবুয়ের কোনো ব্যাটসম্যানের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ছিল ২৭৯। ১৯৬৭-৬৮ মৌসুমে দক্ষিণ আফ্রিকার কুরি কাপে অপরাজিত ইনিংসটি খেলেছেন রে গ্রিপার। প্রতিনিধিত্বমূলক

ক্রিকেটে জিম্বাবুয়ের সর্বোচ্চ ইনিংসের কীর্তি বায়ান ডেভিসনের ছিল ২৯৯। লোগান কাপেই ইনিংসটি তিনি খেলেছিলেন ১৯৭৩-৭৪ মৌসুমে। যদিও তখন এই টুর্নামেন্টের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা ছিল না।

নাকভি অবশ্য জিম্বাবুয়েতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংসের রেকর্ড অল্পের জন্য যদিও ছুঁতে পারেননি। ২০০০-০১ মৌসুমে জিম্বাবুয়ে সফরে গিয়ে ৩০৬ রানের ইনিংস খেলেছিলেন নিউজিল্যান্ডের মার্ক রিচার্ডসন। সেটা হয়তো সহজেই ছাড়িয়ে যেতে পারতেন তিনি। তবে ৩ উইকেটে ৫৩৮ রান করে নাকভি নিজেই। তারা লিড নিয়েছিল ৪১০। এখন পর্যন্ত মাটাবেলেল্যান্ড টাস্কার্সের সংগ্রহ ৪ উইকেটে ২০৬ রান।

বলিউডের অনেক তারকাদের মধ্যে অবসাদ ও আত্মহত্যার প্রবণতা কেন?

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ সম্প্রতি আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে আলোচনার বিষয় ছিল, 'আধ্যাত্মিকতা আর জীবন'। বিশেষ অতিথি ছিলেন অস্কার জয়ী সঙ্গীতকার এআর রহমান। ছেলেবেলায় সম্মুখীন হওয়া লড়াইয়ের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন এক সময় তিনি নিজেকে শেষ করে দিতে ছেয়েছিলেন।

অক্সফোর্ড ইউনিয়ন ডিবেটিং সোসাইটির ওই অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের সঙ্গে 'আধ্যাত্মিকতা এবং জীবন' নিয়ে কথোপকথনের সময় তিনি জানিয়েছেন, মায়ের বলা কয়েকটা কথা নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে তাকে শক্তি জুগিয়েছিল। রসদ দিয়েছিল বেঁচে থাকার।

এআর রহমান একা নন, মানসিক অবসাদ এবং আত্মহত্যার প্রবণতা নিয়ে নিজেদের লড়াইয়ের কথা বলতে শোনা গিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের তারকারাদের।

এই তালিকায় রয়েছেন অভিনেতা ডোয়েন জনসন এবং লেডি গাগা, বিয়ান্সে, অ্যাডেলএর মতো গায়িকারা, হ্যানামন্টানা খ্যাত মাইলি সাইরাস সহ অনেক হলিউড তারকারাই। রয়েছেন, বলিউডের একাধিক সেলেব্রেটিও।

বাবাকে অল্প বয়সে হারানোর পর এআর রহমানকে আর তার পরিবারকে আর্থিক সমস্যাসহ একাধিক বাধা বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

'যে সময়টাতে আত্মহত্যার চিন্তা আসত'

চরাই উতরাইয়ের কথা বলতে গিয়ে খ্যাতির শীর্ষে দাঁড়িয়ে থাকা এআর রহমান যে হতাশা, অবসাদ বা আত্মহত্যার চিন্তা কথা অকপটে বলবেন তা হয়তো আশা করেননি অনুষ্ঠানে উপস্থিত কেউই।

বাবাকে অল্প বয়সে হারানোর পর তাকে আর তার পরিবারকে আর্থিক সমস্যাসহ একাধিক বাধা বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

ছোটবেলা থেকে চলে আসা নিজের লড়াইয়ের কথা বলতে গিয়ে এআর রহমান বলেন, যে সময়ে আমার আত্মহত্যার কথা মনে হতো যে সময়ে আমার বয়স কম। তখন মা বলতেনযদি তুমি অন্যের জন্য বাঁচো, তাহলে এই সব চিন্তা আর মাথায় আসবে না। এটা মায়ের কাছ থেকে পাওয়া আমার জীবনের অন্যতম সবচেয়ে সেরা উপদেশ।

অক্সফোর্ড শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ এআর রহমানকে প্রশ্ন করেছিল আধ্যাত্মিক বিষয়ে। সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জীবনযুদ্ধের আরও একটা পাতা উল্টে দেখেন তিনি।

মি. রহমান বলেন, আমরা সবাই অন্ধকার সময়ের মধ্যে দিয়ে যাই। আমরা এই পৃথিবীতে ছোট সফরে এসেছি এবং এটাই একটা ধ্রুব সত্য। আমরা জন্মেছি, আমরা চলেও যাব। এটা আমাদের স্থায়ী জায়গা নয়।

মানসিক অবসাদ নিয়ে কথা বলেছেন যারা

বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন বছর খানেক আগে মানসিক অবসাদ নিয়ে প্রথমবার কথা বলেছিলেন।

একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এটা শুরু হয়েছিল। একদিন সকালে উঠে পেটে অদ্ভুৎ অনুভূতি হচ্ছিল। এমন একটা অনুভূতি যা আগে কখনও হয়নি। এরপর বেশ কয়েকদিন ভেতরা শূন্য মনে হচ্ছিল, দিশাহীন, কোনও লক্ষ্য নেই। সবকিছুই অর্থহীন যেন। শারীরিক বা মানসিকভাবে কিছুই যেন অনুভব করতে পারছিলাম না। ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। যার এই অনুভূতি হয়নি তাকে বুঝিয়ে বলাটা কঠিন পুরো বিষয়টা, বলেছিলেন মিজ পাড়ুকোনে

অভিনেত্রীর মা প্রথমে লক্ষ্য করেন বিষয়টা।

মা সবার আগে বুঝতে পারেন এই কান্নাটা অন্যরকম। এটা কিন্তু কাজ বা প্রেমিক সংক্রান্ত বিষয় নয়। মা ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করতে থাকেন আমায়। আমি কোনও নির্দিষ্ট কারণ বলতে পারিনি। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়ার কথা বলেন তিনি, মিজ পাড়ুকোনে বলেছিলেন।

তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও ছিল। তিনি বলেন, এক এক সময় আত্মহত্যার কথাও মাথায় আসতো।

এছাড়াও সুনাল ঠাকুর, আমিত সাধের মতো একাধিক তারকারাও আত্মহত্যার প্রবণতার কথা জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খানের মতো একাধিক বিখ্যাত বলিউড তারকারা তাদের জীবনযুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে হতাশা, অবসাদের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

তার সংস্থা এবিসিএলএর ভরাডুবির পর আর্থিকভাবে অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের ব্যাপক ক্ষতি হয়। সে সময়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তবে হাল ছেড়ে দেননি। আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। বলিউডের বাদশাহ হিসেবে পরিচিত শাহরুখ খানও হতাশার সম্মুখীন হন। কাঁধে চোট লাগার পর আগের মত পারফর্মেন্স করতে পারবেন কি না এই আশঙ্কা তাকে গ্রাস করেছিল।

অবসাদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল শাহরুখ খানকেও। তিনিও কিন্তু শারীরিক ও মানসিক বল জুটিয়ে আবারও ঘুরে দাঁড়ান।

তবে সবার ক্ষেত্রে তা হয়নি। আত্মহত্যার কারণে একাধিক প্রতিভাময় তারককে হারিয়েছে বলিউড।

অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর বলিউডের অনেকেই মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।

কিন্তু কেন এই অবসাদ, আর কেনই বা তারকাদের মধ্যে দেখা যায় আত্মহত্যার প্রবণতা?

কেন মানসিক অবসাদ?

বলিউড বা বিনোদন জগতের তারকাদের অবসাদের বা অন্যান্য মানসিক রোগের সঙ্গে লড়াই নতুন নয়। পারভীন বাবির মতো অনেকেই এর সঙ্গে লড়াই করেছেন।

সাইকিয়াট্রিস্ট এবং কলকাতা ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. শর্মিলা সরকার বলেন, প্রত্যেকটা জীবিকাতেই একটা লড়াই থাকে। তারকাদের ক্ষেত্রে এটা হয়তো একটু বেশি।

অভিনেতা অভিনেত্রী, গায়ক বা বিনোদন দুনিয়ায় যারা আছেন, তাদের প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। চরাই উতরাই অনেকটা বেশি থাকায় বিনোদন জগতে অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশনের সমস্যাও বেশি দেখা যায়, বলেন মিস্ সরকার।

তার কথায়, অনেকেই অনেক স্বপ্ন দেখেন কিন্তু হাতে গোনা কয়েকজনই খ্যাতি পান। বাকিরা সাফল্য পান না বা লাইম লাইটে পৌঁছানোর আগেই ফিরে আসতে হয়। অথবা নতুন মুখ এলে পুরানোদের জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছে এমন উদাহরণও বিস্তর রয়েছে। এটা অনেকেই মেনে নিতে পারেন না।

'তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন নেই'

আরজি কর হাসপাতালের সাইকিয়াট্রি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ড. রাজর্ষি নিয়োগী বলেন, যদি ধরে নিই জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশের মানসিক অবসাদ রয়েছে, তাহলে ১০০ জন তারকার মধ্যে পাঁচ জনের ডিপ্রেশন থাকবে। কিন্তু তাদের বিষয়টা আরও কঠিন।

বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ডিপ্রেশনের ডিটারমিনেন্টের মধ্যে (যে যে কারণে অবসাদ হতে পারে), সোশ্যাল ডিটারমিনেন্ট (সামাজিক মাপকাঠি), তাদের জীবন শৈলী, তাদের লড়াই, তাদের প্রতিযোগী সুলভ মনোভাব ইত্যাদি রয়েছে।

প্রতিনিয়ত তাদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু থাকে না। তারা চায়ের দোকানে গিয়ে চা খেতে পারেন না বা মন খুলে আড্ডা দিতে পারেন না, এই ভয়ে যে সাধারণ মানুষ কী বলবে, যদি গণমাধ্যমে তার ব্যক্তিগত জীবন ফাঁস হয়ে যায়। তারা মন খুলে বাঁচতেও পারেন না।

এছাড়াও মাদক সেবন বা অন্য নেশার কথাও উল্লেখ করেন ড. নিয়োগী।

তার কথায়, তারকাদের অর্থ আছে একই সঙ্গে মাদকও তারা সহজেই পেতে পারেন। এটা কিন্তু একটা বড় সমস্যা। দু'একজন উঠতি গায়ক গায়িকাদের মুখে শুনেছি মাদক সেবন না করলে নাকি গানই করা যায়না! মাদক সেবন কিন্তু মানসিক সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। হয়তো ভাবে মাদক সেবন করলে ভাল লাগবে, তারপর সেটা আর মজার বিষয় থাকে না। নেশার পর্যায় চলে যায়।

টিকে থাকার লড়াই সহজ নয়

বিনোদন জগতে বিশেষত বলিউডে টিকে থাকার লড়াইটা সহজ নয়। বিশেষজ্ঞরাও জানিয়েছেন একই কথা।

ড. শর্মিলা সরকার বলেন, কর্মজীবনে শুরুর দিকে লড়াইটা হয়তো বেশি থাকে। কিন্তু কষ্ট করে শক্ত মাটি তৈরি করার পর যদি তাকে ফিরে আসতে হয় তাহলে সেটা মেনে নেওয়া বেশ কঠিন। তখন মনের মধ্যে ঝড় চলতে থাকে। পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের তার প্রতি উচ্চাশা থাকে।

এই অবস্থায় ফিরে আসাটা খুব মুশকিল। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তারা মনে করেছে, "এত কষ্ট করে এসেছি, কী মুখে ফিরব। এর থেকে নিজেকে শেষ করে দেওয়া বোধ হয় সহজ।' শুধু মানসিক অবসাদ নয়, ইম্পালসিভ হয়েও অনেকে এই চরমতম পদক্ষেপ নিয়েছেন এমনটাও আমরা দেখেছি। এই জগতে থাকতে গেলে ধৈর্য ধরাটা খুব দরকার।

সমস্যার কথা বলাটা কঠিন?

বিশেষজ্ঞদের মতে তারকাদের অনেকেই সাহায্য চাইতে দ্বিধা বোধ করেন।

আমি দেখেছি, মুম্বাইয়ের তারকারা তাদের বাড়িতে বসে মনোবিদদের সঙ্গে কথা বলতে বেশি আগ্রহী। কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্টের বা সাইকোলজিস্টের অফিসে কাউন্সিলিং সবচাইতে ভাল হয়। কিন্তু তারকারা চাইছেন তার বাড়িতে বসে কথা বলতে যাতে পাঁচকান না হয়। এবং সাইকোলোজিস্ট বা সাইকিয়াট্রিস্ট চুপিচুপি তার বাড়িতে যাচ্ছেন কাউন্সেলিং করতে, বলেছেন ড. নিয়োগী।

গোপনীয়তার কথা ভেবে কেউ কেউ অবশ্য টেলিফোন মারফত বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী।

তবে মাধ্যম যাই হোক, অবসাদের ক্ষেত্রে কথা বলাটা, বিশেশজ্ঞের সাহায্য চাওয়াটা প্রয়োজন সে বিষয়ে জোর দিয়েছেন তিনি। একই কথা বলেছেন, ড সরকার।

প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সৌভিক মণ্ডল এ বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন, অনেক সেলেব্রিটিরাই সমাজ মাধ্যমে বা সংবাদমাধ্যমের কাছে এই বিষয়ে কথা বলছেন, এটা প্রমাণ করে তাদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলার বিষয়ে ট্যাবুটা একটু হলেও কমেছে। যেমন দীপিকা পাড়ুকোন খুব সাবলীল ভাবেই তার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন।

মানসিক অবসাদ বা আত্মহত্যার প্রবণতার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সামাজিক অবস্থানের কথাও বলেছেন অধ্যাপক মণ্ডল।

উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন, হয়তো এটার মধ্যে একটা ক্লাস ডায়নামিক্স আছে।একই সঙ্গে তিনি লিঙ্গভিত্তিক দিকের কথারও উল্লেখ করেন তিনি।

একজন নারীর পক্ষে তার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা একজন পুরুষের চাইতে কথা বলাটা কতটা সহজ বা কঠিন এটা কিন্তু দেখার বিষয়। সমাজে অন্য যে ধরনের স্টিরিওটাইপ বা ট্যাবু আছে, এক্ষেত্রেও কিন্তু সেটা প্রযোজ্য।

মনোবিদদের পাশাপাশি বাবা-মা, পরিবার এবং পরিচিতদের সান্নিধ্য এবং সাহায্যের হাত যে মানসিক অবসাদের সঙ্গে লড়াইকে কিছুটা হলেও সহজ করে দেয় সে বিষয়ে জোর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

এআর রহমান বা দীপিকা পাড়ুকোন নিজেদের লড়াইয়ের কথা বলতে গিয়েও একই কথা বলেছেন।

টুকরো খবর

মাসজুড়েই থাকবে শীত, আসছে শৈত্যপ্রবাহ

ঢাকা ঃ শীত খুব অতিরিক্ত পড়ছে দুইদিন থিকা। শীতের মইদ্দে কাজকাম কম। প্যাসেঞ্জার কম, তাই আয়ও কম, সংসার চালাতে কষ্ট হচ্ছে, বলছিলেন চুয়াডাঙ্গার ভ্যানচালক ফরজ। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, ৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিয়ে শুক্রবার এই জেলাটিতেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। সঙ্গে ছিল কিশোরগঞ্জও। একইদিনে ঢাকার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে যথাক্রমে ২২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ১৩ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কয়েকটি জেলা বাদে কোথাও শৈত্যপ্রবাহ না চললেও প্রচণ্ড শীতে ঢাকাসহ সারাদেশেই জনজীবন পর্যুদস্ত। আবহাওয়াবিদরা বলছেন পুরো জানুয়ারিজুড়েই শীতের প্রকোপ থাকবে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

আকাশ কিছুটা মেঘলা থাকলেও আগামী তিনদিন আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এসময় মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে, যা দুপুর পর্যন্তও থাকতে পারে। কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, নৌ পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগে সাময়িকভাবে বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে শুক্রবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধিসহ দেশের কোথাও কোথাও দিনে ঠান্ডা পরিস্থিতি থাকতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

এত শীতের কারণ কী?

সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য যদি ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে আসে, সেখানে শীতের অনুভূতি বাড়তে থাকে। কিন্তু পার্থক্য যদি পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে আসে তবে শীতের অনুভূতি প্রকট থেকে প্রকটতর হয়। অর্থাৎ হাড়কাঁপানো শীত অনুভূত হয় বলেন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক। শুক্রবার বিভিন্ন জেলার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তুলনা করে দেখা গেছে রংপুর, দিনাজপুর, তেতুলিয়ার মতো উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ অঞ্চলেই তাপমাত্রার পার্থক্য পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম। এছাড়া ঢাকা, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলেও তাপমাত্রার পার্থক্য ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম। বেশিরভাগ জেলাতেই সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য কমে যাওয়াতে শীতের অনুভূতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোথাও কোথাও তা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে বলে জানান মি. মল্লিক। নিয়ম অনুযায়ী, তাপমাত্রা আট থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ, ছয় থেকে আট ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামলে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ আর চার থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ ধরা হয়। আর তাপমাত্রা চার ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে গেলে হয় অতি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ। আপাতভাবে কিশোরগঞ্জ, ঈশ্বরদী ও চুয়াডাঙ্গার তাপমাত্রাই কেবল ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে আছে। তবে শীতের তীব্রতা সারাদেশেই অনুভূত হচ্ছে।

বাতাসের গতিবেগ

বাংলাদেশে কোনদিক থেকে বাতাস প্রবেশ করে এবং সেই বাতাস কতটা ঠান্ডা তার ওপর শীতের অনুভূতি নির্ভর করে। পাশাপাশি যেসব অঞ্চলে বাতাসের চাপ বেশি থাকে বা বাতাসের উচ্চচাপ বলয় সক্রিয় থাকে, সেসব অঞ্চল থেকে বাতাস কম বায়ুচাপ এলাকায় প্রবাহিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশজুড়ে উচ্চচাপ বলয় তথা বাতাসের চাপ বেশি থাকার কারণে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ হয়ে শীতের ঠান্ডা বাতাস উত্তর ও উত্তরপশ্চিম দিক থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করায় শীতের অনুভূতি তীব্র হচ্ছে বলে জানান মি. মল্লিক। যেহেতু পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিবঙ্গজুড়ে উচ্চচাপ বলয় সক্রিয় আছে, ফলে বায়ুচাপ বাংলাদেশের দিকে প্রবেশ করছে। বাতাসের গতিবেগ তুলনামূলকভাবে একটু বেশি থাকার কারণে রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং ঢাকার পশ্চিমাঞ্চল ও খুলনার ওপরের দিকে যশোর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা এসব অঞ্চলে শীতের অনুভূতি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, বলেন এই আবহাওয়াবিদ। এছাড়াও ঊর্ধ্ব আকাশের বাতাস খুব ঠান্ডা হওয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'জেড স্ট্রিম' বা প্রচণ্ড গতিবেগ সম্পন্ন বাতাস কখনো নিচে নেমে আসছে, কখনো উপরে উঠে যাচ্ছে, যেটা ভাইব্রেট (কম্পন) হচ্ছে। অর্থাৎ ঊর্ধ্ব আকাশের বাতাসের নিম্নমুখী বিচরণ হচ্ছে। এই নিম্নমুখী বিচরণও অনেক সময় শীতের অনুভূতিকে বাড়িয়ে দেয় বলে জানান মি. মল্লিক।

শীতের তীব্রতার আরেকটি কারণ কুয়াশা। মধ্যরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত ঘন থেকে অতিঘন কুয়াশা থাকে। রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেটের মতো অঞ্চলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই কুয়াশা বিকেল পর্যন্তও থাকে। এতে করে দিনের বেলা অতি ঘন কুয়াশার স্তর ভেদ করে সূর্যের আলো ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করতে পারে না। এদিকে এসময় সূর্যের কিরণকালও থাকে কম। উল্লেখ্য, সূর্য ওঠার দুই ঘণ্টা পর থেকে সূর্য ডোবার দুই ঘণ্টা আগ পর্যন্ত সময়কে বলা হয় কিরণকাল। মি. মল্লিক বলেন, স্বাভাবিক সময়ে সূর্যের কিরণকাল ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা হলেও এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা। ফলে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হতে না পারায় মাটি শীতল থাকে এবং তীব্র শীত অনুভূত হয়।

শীত কতদিন থাকবে?

পুরো জানুয়ারি মাসজুড়েই শীতের অনুভূতি থাকবে বলে জানিয়েছেন মি. মল্লিক। তবে ১৬ থেকে ১৮ জানুয়ারির দিকে দেশজুড়ে অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া ও ঝড়ো বাতাসসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ার অবস্থায় বৃষ্টি ও বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস করা হয়েছে। এই বৃষ্টিপাত থেমে গেলে তাপমাত্রা কমে গিয়ে ২০ তারিখের পরে মৃদু বা মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ আবার শুরু হতে পারে বলে জানান আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মি. মল্লিক। শুক্রবার চুয়াডাঙ্গায় এই মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় সাংবাদিক আকবর মানিক জানান, প্রচণ্ড শীতে সেখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত। সকাল ১২টা পর্যন্ত সেখানে রোদ ওঠেনি। অনেকটা একই অবস্থা রংপুরেও। সেখানকার স্থানীয় সাংবাদিক শাহরিয়ার মিম জানান, রংপুর অঞ্চলে গেল কয়েকদিনে হাড়কাঁপানো শীত শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে বেড়েছে শীতের তীব্রতা। জেলাজুড়েই ঘন কুয়াশার দাপট অব্যাহত আছে। ফলে যানবাহনগুলোকে দিনের বেলায়ও হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে।

শীতের কারণে সাংসারিক এবং অফিসের কাজে বিঘ্ন ঘটছে বলে জানান চুয়াডাঙ্গার বাসিন্দা ও এনজিওকর্মী কানিজ সুলতানা। কাপড় কেঁচে দিলে শুকানোর সুযোগ নেই। অন্যদিকে কুয়াশার কারণে অফিসে যাওয়ার সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকেও অটো পাচ্ছি না। প্রতিদিন লেট হচ্ছে, বলেন তিনি। তবে বরাবরের মতোই প্রচণ্ড ঠান্ডায় সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী নিম্ন আয়ের মানুষ। ঠান্ডার মধ্যে কাজ করতে ভালো লাগছে না। কিন্তু কাজ না করলেতো সংসার চইলবে না, বলেন একই জেলার মি. আশিক। পেশায় তিনি একজন রাজমিস্ত্রী। রংপুরের রিক্সাচালক মো. সুজা মিয়া বলেন, আজকের ঠান্ডা অতিরিক্ত ঠান্ডা। ঠান্ডার জন্য বের হতে চাচ্ছিলাম না। তারপরও সংসারের কষ্ট হবে কয়ে বাড়ালাম। আমাদের রিকসা এখন তেমন কোন ভাড়াও নাই। কামাইও করতে পারি নে। সারাদিনে তিনচারশো, পাঁচশো টাকা কামাই করতে আমাদের রাত হয়ে যায়। এই টাকা দিয়েতো সংসার চলে না। ঠান্ডার মধ্যেতো বেশিক্ষণ গাড়িও চালাইতে পারি না।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
14:01:2024

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

নির্বাচন পশ্চিমাদের কাছে 'প্রশ্নবিদ্ধ', সামনে কী আছে বাংলাদেশের জন্য?

ঢাকা ঃ নির্বাচন শেষ হওয়ার একদিন পর ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এসেছিলেন কূটনীতিকদের সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের 'মিট অ্যান্ড গ্রিট' অনুষ্ঠানে। খানিকটা চুপচাপ পিটার হাস কিছুক্ষণ কথা বললেন পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে। তারপর পশ্চিমা কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কিছু আলাপ। এরপর আসন গ্রহণের পালা। সামনের কয়েক সারি তখনো ফাঁকা। তবে পিটার হাস বসলেন বেশ দূরে, পঞ্চম সারিতে। নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর যে চাপ, সেখানে অবশ্য সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রথমে মানবাধিকার লংঘনের দায়ে র‍্যাবের উপরে নিষেধাজ্ঞা, পরে অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ভিসা নীতির প্রয়োগ।

চার বছরের সন্তানকে খুনে অভিযুক্ত সূচনা শেঠ

গোয়া ঃ গোয়ায় চার বছরের বালকের ব্যাগবন্দী দেহসহ তার মাকে সম্প্রতি গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, সূচনা শেঠ নামে ওই মহিলা তার নিজের ছেলেকে হত্যা করেছেন।

প্রাথমিক তদন্তের ফলাফল ও পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে, শ্বাসরোধ করে ওই শিশুকে খুন করা হয়েছে। খুনের অভিযোগ অবশ্য তিনি অস্বীকার করেছেন বলে গোয়া পুলিশ জানিয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স) নিয়ে কাজ করে এমন একটি সংস্থা 'মাইন্ডফুল এআই ল্যাব'-এর সিইও সূচনা শেঠ। বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা সূচনা শেঠের নাম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক কাজে পারদর্শী এমন ১০০ জন কৃতী নারীর তালিকায় রয়েছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ একাধিক নামকরা প্রতিষ্ঠানের রিসার্চ ফেলো হিসেবে তিনি যুক্ত ছিলেন।

মিজ শেঠের সঙ্গে তার স্বামী ভেঙ্কট রামনের বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে। প্রাথমিক তদন্তের পর দাম্পত্য কলহকে এই হত্যার একটি কারণ বলে ধারণা করা হলেও এছাড়া অন্য কোনও মোটিভ আছে কি না সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নর্থ গোয়ার পুলিশ সুপার নিধিন ভলসন বলেছেন, ওই খুনের মামলার তদন্ত আমরা এখনও চালাচ্ছি।

তিনি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে দফায় দফায় জেরা করা হয়েছে সূচনা শেঠকে।

মি. ভলসন বলেন, ওই চার বছরের শিশুর মাকে আমরা আদালতে পেশ করার পরে ছয় দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ঘটনার সময় ওই শিশুর বাবা বিদেশে ছিলেন। তিনি দেশে আসার পর তদন্তের বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতাও করছেন।

চিত্রদুর্গের হিরিউর তালুক হাসপাতালের প্রশাসনিক আধিকারিক ড. কুমার নায়েক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, অন্তত ৩৬ ঘণ্টা আগে শিশুটিকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। কোনও ধস্তাধস্তি বা প্রতিরোধের চিহ্ন মেলেনি। গলায় কোনও হাতের ছাপ মেলেনি। সম্ভবত মুখে কাপড় গুজে বা বালিশ চাপা দিয়ে তাকে মারা হয়েছে।

তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ মিজ শেঠ যে সার্ভিস অ্যাপার্টমেন্টে ছিলেন সেখান থেকে কফ সিরাপের দুটি খালি বোতল উদ্ধার করেছে। পুলিশের অনুমান, ওই শিশুকে কফ সিরাপ খাইয়ে ঘুম পাড়ানোর পর তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে।

নিয়মমাফিক 'ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি অ্যান্ড হিউম্যান বিহেভিয়র'-এ তাকে সাইকোলজিকাল টেস্টের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা জানার চেষ্টা করছেন, পদার্থ বিজ্ঞান ও ডেটা সায়েন্স নিয়ে গবেষণা করা এই নারী যিনি সংস্কৃত নিয়েও পড়াশোনা করেছেন তার মানসিক স্থিতি কেমন ছিল।

ঘটনা প্রবাহ

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর গোয়ার ক্যান্ডোলিমের একটি বিলাসবহুল হোটেলের সার্ভিস অ্যাপার্টমেন্টে গত ছয়ই জানুয়ারি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসেন ৩৯ বছরের সূচনা শেঠ। আটই জানুয়ারি মাঝ রাতে তিনি ওই সার্ভিস অ্যাপার্টমেন্টের কর্মচারীদের ট্যাক্সি ডেকে আনার কথা বলেন।

ট্যাক্সি ভাড়া করে গোয়া থেকে বেঙ্গালুরু ফিরতে চেয়েছিলেন তিনি। ট্যাক্সি ভাড়া করে বেঙ্গালুরু ফেরার চেয়ে বিমানপথে ফিরতে কম সময় ও অর্থ লাগবে বলে কর্মচারীরা জানান তাকে।

যদিও মিজ শেঠ কারও কথায় রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত রাত একটা নাগাদ ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে এক ট্যাক্সি চালক তাকে বেঙ্গালুরু নিয়ে যেতে রাজি হন।

তিনি চলে যাওয়ার পরের দিন হোটেলের কর্মচারীরা রুম পরিষ্কার করতে গিয়ে একটি টাওয়েলে রক্তের দাগ দেখতে পান। হোটেলে 'চেক ইন'-এর সময় মিজ শেঠের সঙ্গে তার ছেলেকে দেখা গেলেও 'চেক আউটের' সময় যে সে ছিল না, সে বিষয়টিও লক্ষ্য করেন কর্মচারীরা। হোটেল কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দেয়।

পুলিশ এসে নিশ্চিত করে সূচনা শেঠ যে ঘরে ছিলেন সেখানে পাওয়া দাগ রক্তের। হোটেলের কর্মচারীদের কাছ থেকে ট্যাক্সি ড্রাইভারের ফোন নম্বর নিয়ে চালকের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশ। তার কাছে জানতে চাওয়া হয় তিনি যে যাত্রীকে নিয়ে যাচ্ছেন তার সঙ্গে কোনও বাচ্চা ছেলে আছে কি না। সে সময়ে মিজ শেঠের সঙ্গেও পুলিশের কথা হয়।

জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, তার পুত্র এক বন্ধুর কাছে গোয়ার মারগাঁওতে আছে। পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানতে পারে মিজ শেঠ বন্ধুর যে ঠিকানাটা দিয়েছেন সেটা ভুয়ো।

সময় নষ্ট না করে পুলিশ আবার যোগাযোগ করে ওই ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে। সে সময় তিনি কর্ণাটকের চিত্রদুর্গের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। ট্যাক্সি চালককে কোঙ্কণী ভাষায় কাছের পুলিশ স্টেশনে যোগাযোগ করার কথা বলে পুলিশ, যাতে মিজ শেঠ তাদের কথা বুঝতে না পারেন। ইতিমধ্যে চিত্রদুর্গের পুলিশকেও বিষয়টি সম্পর্কে দ্রুত জানিয়ে দেওয়া হয়।

কথামতো একটি থানায় গাড়ি নিয়ে যান ওই চালক। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ট্যাক্সির ট্রাঙ্কে থাকা মিজ শেঠের স্যুটকেস থেকে ওই বালকের দেহ উদ্ধার করে।

তাকে গ্রেফতার করে প্রথমে চিত্রদুর্গের আদালতে পেশ করা হয়। এরপর ট্রান্সিট রিমান্ডে নিয়ে গোয়ার আদালতে পেশ করা হলে তাকে ছয় দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গোয়া পুলিশের এক নারী কর্মকর্তা বলেন, কয়েকদিন ধরে গোয়া তো খবরের শিরোনামে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা অহরহ জানতে চাইছেন এই খুনের ঘটনার বিষয়ে। প্রতিবার কথা বলতে গিয়ে গা কাঁপছে। খুনের ঘটনা দেখেছি কিন্তু সুটকেসে পুরে বাচ্চার দেহ কোনও মাকে নিয়ে যেতে দেখিনি আমি।

তদন্তে এখনও পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে

পুলিশ তদন্ত করে জানতে পেরেছে যে সময়টাতে মিজ শেঠ ছেলেকে নিয়ে গোয়া গিয়েছিলেন, সে সময় বালকের বাবা মি ভেঙ্কট রামন ইন্দোনেশিয়াতে ছিলেন।

জানা গিয়েছে, মিজ শেঠ তার সঙ্গে বার কয়েক টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। ছেলের সঙ্গে খুব সামান্য সময়ের জন্য তার হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলের মাধ্যমে কথাও হয়।

মিজ শেঠ চাইছিলেন না ছেলের সঙ্গে বাবা কথা বলুক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে জেরার সময় মিজ শেঠ বিভ্রান্ত করতে দাবি করেছেন, ছেলে যাতে বাবার সঙ্গে না কথা বলতে পারে তাই তিনি, বালিশ চাপা দিয়েছিলেন। এরপর ঘুমিয়ে পড়েন। উঠে ছেলের মৃতদেহ দেখতে পান।

প্রসঙ্গত, মিজ শেঠের হাতে একটি ক্ষত রয়েছে, ছেলেকে হত্যার পর তিনি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন কি না সে বিষয়টিও জেরার সময় জানতে চাওয়া হয়েছে তার কাছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গ্রেফতারের পর থেকে দফায় দফায় জেরা করা হলেও কখনোই ভেঙে পড়েননি তিনি। তার মধ্যে কোনও অনুতাপও দেখা যায়নি।

সূচনা শেঠ কে?

পদার্থ বিজ্ঞান এবং ডেটা সায়েন্স নিয়ে গবেষণা করেছেন সূচনা শেঠ। জন্মসূত্রে তিনি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা। বাবা ব্যাংকে কাজ করতেন এবং সেই কাজের সূত্র ধরেই তিনি চেন্নাইতে বড় হয়েছেন।

স্কুল শেষ করে তিনি ফিরে আসেন কলকাতায়। ভবানীপুর সোসাইটি কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক হওয়ার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বেঙ্গালুরুর রমন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে রিসার্চ ফেলো হিসাবে গবেষণা করেন তিনি।

নিউ ইয়র্কের মোজিলা ডেটা অ্যান্ড সোসাইটি রিসার্চ ইনস্টিটিউটেও ফোর্ড মোজিলা ওপেন ওয়েব ফেলো হিসাবে গবেষণা করেছেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্কম্যান ক্লেইন সেন্টার ফর ইন্টারনেট অ্যান্ড সোসাইটির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি।

তা ছাড়া ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে তিনি চাকরি করেছেন বেঙ্গালুরুতে। বছর খানেক আগে 'মাইন্ডফুল এআই ল্যাব'এর সিইও হিসাবে কাজ শুরু করেন।

দাম্পত্য জীবনে কলহ

মেধাবী ছাত্রী ও কর্মজীবনে কৃতী সূচনা শেঠের সঙ্গে ভেঙ্কট রামনের বিয়ে হয়েছিল ২০১০ সালে। তাদের একমাত্র সন্তানের জন্ম হয় ২০১৯ সালে। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ২০২১ সাল থেকেই আলাদা থাকছিলেন তিনি।

তাদের বিবাহ বিচ্ছদের মামলা প্রায় চূড়ান্ত হওয়ার পথে। গত বছর স্বামীর বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার মামলা দায়ের করেন তিনি, খোরপোষের দাবিও করেন।

ভেঙ্কট রামন গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ অস্বীকার করেন। দু'জনের সম্পর্কের আরও অবনতি হতে থাকে।

ওই মামলায় গত বছর আদালত তাকে মাসে ২০ হাজার টাকা খোরপোষ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। মিজ শেঠের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ না রাখা এবং তাদের ফ্ল্যাটে না যাওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। যদিও ছেলের সঙ্গে সপ্তাহে একদিন রবিবার দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয় আদালতের পক্ষ থেকে।

যদিও এই শর্তে রাজি ছিলেন না মিজ শেঠ।

মনোবিদরা কী বলছেন?

এই ঘটনার তদন্তের সময় অভিযুক্ত সূচনা শেঠের মানসিক স্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে, লাইফলাইন ফাউনডেশনের ডেপুটি ডিরেক্টর মলি থাম্বি বলেন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, হয়ত এটা কোনও সাইকোপ্যাথিক ডিসঅর্ডারের বহিঃপ্রকাশ। জীবনের মোড় ঘোরানো ঘটনাগুলো তো আমাদের মনের উপর তীব্র প্রভাব ফেলে হতে পারে ... সেখান থেকে রাগের বশে হয়তো তিনি এই কাজটা করে ফেলেছেন।

কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটছে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে সাইকিয়াট্রিস্ট ড. ওম প্রকাশ সিং বলেন, ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। শুধু নিজেকে নিয়েই ভাবা, নিজের ভালো থাকাটা ক্রমশ বেশি প্রয়োজনীয় উঠছে যেন। অন্য কিছুর সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট নেই, সমস্ত অ্যাটাচমেন্ট নিজের সঙ্গে।

তাদের জীবনে যারা রয়েছেন, তাদের উপস্থিতিটাও নিজেদের ভালোর কথা ভেবে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে হাই অ্যাচিভারদের মধ্যে এই প্রবণতা কিন্তু দেখা যায়। তাছাড়া অন্যের প্রতি রাগটাও হয়তো একটা কারণ। এই ঘটনায় জানা গিয়েছে, উনি চাননি বাচ্চাটি তার বাবার সঙ্গে কথা বলুক। সে কারণে তিনি শিশুটিকে হত্যা করেছেন, বলছিলেন ড. সিং।

সন্তান জন্মের পর ডিপ্রেশনের কারণে মা সন্তানকে হত্যা করেছে সে ঘটনা দেখা গেলেও সূচনা শেঠের ঘটনাটি কিন্তু বিরল। আমি এরকম কোনও ঘটনা দেখিনি। তবে পোস্ট পার্টাম স্টেজে হরমোনাল বা অন্যান্য কারণের জন্য মা সন্তানকে হত্যা করেছেন এমন ঘটনা আমরা দেখেছি।

এই জাতীয় ঘটনা এড়াতে, শিশু অধিকার বিশেষজ্ঞ ও কাউন্সেলর সত্য গোপাল দে অবশ্য জোর দিয়েছেন, 'প্ল্যানড প্যারেন্টিং'-এর উপর।

তিনি বলেন, এখানে দুটো জিনিস দেখতে হবে। প্রথম হলো, ওই মায়ের মানসিক পরিস্থিতি কেমন ছিল। আর দ্বিতীয় হলো, পেরেন্টিং। এখন দম্পতিরা হয়তো সন্তানের বিষয়টি আগে থেকে পরিকল্পনা করে থাকেন। কিন্তু প্ল্যানড বেবি হলেও প্ল্যানড পেরেন্টিং হচ্ছে না। আগেকার দিনেও প্ল্যানড পেরেন্টিং হত না। কিন্তু যৌথ পরিবার ছিল, প্রতিবেশীরা বাচ্চাদের দেখতেন, তাই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। এখন তো আর সেটা হয় না।

পেরেন্টিং কন্সাল্টেন্ট পায়েল ঘোষ জোর দিয়েছেন আমাদের তো বিভিন্ন ভূমিকা থাকে জীবনে যেমন বাবামা হিসাবে, অফিসের বস হিসাবে। এই ভূমিকাগুলোর মধ্যে কয়েকটাকে আমরা মন থেকে মেনে নিতে পারি আবার কিছু ক্ষেত্রে পারি না। তার কথায়, নিকট দৃষ্টি দিয়ে ভাবলে মনে হতে পারে এটা করে আমাদের হয়তো লাভ নেই বা এই ভূমিকা পালন করতে আমার ভাল লাগছে না। হয়তো পরিকল্পনা করে সন্তানের জন্ম হলো কিন্তু পরে, আর ভাল লাগছে না। বাচ্চার দেখাশোনা, তার লেখাপড়া, তার জন্য রাত জাগা এমন বিভিন্ন বিষয় খেয়াল রাখতে হয় বাবামায়েদের।

এই বিষয়গুলো নজরে রাখতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বাবামায়েদের বিরক্তির উদ্রেক হয়। তখন নিজের প্রতি ভালবাসা বা লাভ সেল্ফ বা ফ্রি লাইফ বিষয়গুলো মনে আসে। কিন্তু সব সময় আমাদের ভাবতে হবে এটা দূরদৃষ্টি নয়। আর নিজেদের মনকে বোঝাতে হবে বাবামায়ের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে আমরা কিন্তু অনেক কিছু শিখি। আর ছোট ছোট খুশিগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ইয়েমেনে এবার টমাহক ক্রুজ মিসাইল হামলা চালিয়েছে আমেরিকা

ইয়েমেন ঃ যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম জানিয়েছে ইয়েমেনে হুথিদের বিরুদ্ধে আবারো হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সিএনএন ও বার্তা সংস্থা রয়টার্স কারও নাম উল্লেখ না করে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে এ খবর প্রকাশ করেছে। হামলার জন্য রাজধানী সানাকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে হুথিদের টিভি চ্যানেল আল মাসিরাহ্ শনিবার ভোরে এমন খবর প্রকাশের কয়েক মিনিট পরেই নতুন হামলার খবর আসলো।

একজন কর্মকর্তা এনবিসিকে বলেছেন, লোহিত সাগরে অবস্থানরত যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর জাহাজ থেকে মিসাইল হামলাটি করা হয়েছে।

অন্যদিকে দুজন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা এপিকে জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র একটি রাডার সাইটকে টার্গেট করেছিলো যেটি সমুদ্রসীমায় জাহাজ পরিবহনের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিলো। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য একযোগে হুথিদের ত্রিশটির মতো অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালানোর একদিন পরেই আবার নতুন করে হামলা চালানো হলো। হুথি বিদ্রোহীরা প্রথম হামলার পরেই পাল্টা প্রতিশোধের হুমকি দিয়েছিলো। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আগেই সতর্ক করে বলেছেন হুতি বিদ্রোহীরা লোহিত সাগরে পণ্য পরিবহনে হামলা অব্যাহত রাখলে যুক্তরাষ্ট্র যথাযথ জবাব দেবে।

এদিকে আমেরিকা ও ব্রিটেনের হামলার পর ইয়েমেনের বিভিন্ন জায়গায় এর প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে।

বিমান হামলার প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ করেছেইয়েমেনের রাজধানী সানায়।

ইয়েমেনে হুথিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নতুন হামলা সম্পর্কে এখনো খবরাখবর আসছে।

তবে হুথিদের টিভি চ্যানেল আল মাসিরাহ্ তাদের এক রিপোর্টে খবর দেয় যে হুথিদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ইয়েমেনের রাজধানী সানাকে টার্গেট করা হয়েছে।

আমেরিকান ও ব্রিটিশ শত্রুরা বেশ কয়েকটি হামলার মাধ্যমে রাজধানী সানাকে টার্গেট করেছে, এমন খবর চ্যানেলটি তার সংবাদদাতাকে উদ্ধৃত করে সামাজিক মাধ্যমে এক্স এ পোস্ট করেছে।

এপির সাংবাদিকরা সানায় বড় ধরণের বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন।

ইরানকে যা বললেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী

যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্রান্ট শ্যাপস ইরানের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছেন দেশটি যেন তার সহযোগীদের ক্ষান্ত দিতে বলে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বিমান হামলার পর তিনি এ আহবান জানান। ডেইলি টেলিগ্রাফকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে শ্যাপস সতর্ক করে বলেন বিশ্ব তেহরানের ওপর ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছে।

আপনাদের অবশ্যই হুথি বিদ্রোহীদের ধরতে হবে। লেবাননের হেজবুল্লাহর মতো যারা আপনাদের হয়ে প্রক্সি দিচ্ছে, কিছু ইরাক ও কিছু সিরিয়ায়, আপনাদের অবশ্যই এসব সংগঠনকে থামাতে হবে।

বড় শিপিং কোম্পানিগুলো তাদের কার্গো জাহাজগুলোর লোহিত সাগর এড়িয়ে চলার জন্য রুট পরিবর্তন করছে। লোহিত সাগরে হুথিদের হামলা শুরুর পর এটি এই প্রথম।

ওই অঞ্চলের কিছু ছবিতে গত নভেম্বরে বাণিজ্যিক জাহাজে হুথিদের প্রথম হামলার পর এবং এখন চিত্র দেখা যাচ্ছে।

তাতে দেখা যাচ্ছে বহু জাহাজ রুট পরিবর্তন করে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার কেপ অফ গুড হোপ এলাকা দিয়ে চলাচল শুরু করেছে।

ম্যারিটাইম ট্রাফিক ওয়েবসাইট অনুযায়ী লোহিত সাগরের রুট ধরে তেল ও গ্যাস ট্যাংকার যাতায়াত খুব বেশি কমেনি।

যদিও ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ ইনডিপেন্ডেন্ট ট্যাংকার ওনারস (ইন্টারট্যাংকো) জাহাজগুলোকে সম্ভব হলে ওই এলাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, তারা ইরানের সাথে কোন ছায়াযুদ্ধে জড়ায়নি।

ইরান আমাদের সাথে যুদ্ধে জড়াতে চায় না, তিনি বলছিলেন হোয়াইট হাউজে কর্মরত সাংবাদিকদের।

তিনি একই সাথে বলেন তার বিশ্বাস হুথিরা একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। এর আগে ট্রাম্প প্রশাসন হুথিদের বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের গাড়ি বহর আলেনটাউন ফায়ার ট্রেনিং একাডেমি অতিক্রমের সময় একদল মানুষ বিক্ষোভ করেছে।

সেখানে বিপুল সংখ্যক পুলিশের উপস্থিতির কথা জানিয়েছেন একজন সাংবাদিক।

'আমরা নভেম্বরে মনে করবো' এবং 'নো ভোট ফর জেনোসাইড জো' -এমন শ্লোগান দিতে শোনা গেছে তাদের।

প্রসঙ্গত, চলতি বছর নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা।

ওদিকে ইয়েমেনেও হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে এসে রাজধানী সানায় হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে বলে জানা গেছে।